সাংবাদিক সাহিত্যিক
মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী

শফিউল আলম

সাংবাদিক-সাহিত্যিক

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী

শফিউল আলম

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সাংবাদিক-সাহিত্যিক মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী
শফিউল আলম

ইফাবা প্রকাশনা : ৪১৯/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২০'৫

প্রথম সংস্করণ :
জুন ১৯৮০, আষাঢ় ১৩৮৭, শাবান ১৪০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
আশ্বিন ১৩৯৪, সফর ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক :
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রাকর :
আলহাজ্ব নূরুর রহমান,
সুরুচি প্রেস,
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন,
ঢাকা

প্রচ্ছদ : তাজুল ইসলাম

বাঁধাইকার :
মৌসুমী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯, টেকের হাট লেন,
(নওয়াবপুর) ঢাকা

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

SANGBADIK-SAHITYIK MOHAMMAD ABDUR RASHID SIDDIQUEE (Life-story of Journalist-Litterateur Mohammad Abdur Rashid Siddiquee) : Written by Shafiul Alam in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka.

September 1987

Price : Tk. 10·00
U.S. Dollar ; 0·75

আমাদের কথা

ত্রিশ ও ত্রিশোত্তর মুসলিম বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতা আন্দোলনে 'সাধনা', 'মোসলেম জগৎ' প্রভৃতি পত্রিকা-খ্যাত মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে—যদিও আজকের দিনের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আবদুর রশিদ সিদ্দিকী প্রায়-অজানা একটি নাম। বিস্মৃতপ্রায় এই মহান সংস্কৃতি-সাধককে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে টেনে এ যুগের পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরে গ্রন্থকার অধ্যাপক শফিউল আলম সমাজের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এই ক্ষুদ্র অথচ গবেষণাধর্মী পুস্তকখানির এটা দ্বিতীয় সংস্করণ। এই মূল্যবান গ্রন্থখানির পর পর দুটি সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঃ ৩০.৯.৮৭

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

ভূমিকা

বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে কয়েকজন মুসলমান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আপন কর্মোদ্যম, অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা ও সংগ্রামের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তন্মধ্যে চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী অন্যতম। উত্তরকালের বংশধরদের প্রেরণা ও পথনির্দেশের জন্যে আলোকবর্তিকার দীপশিখা জ্বালানোর জন্যে পূর্বসূরিদের কর্মজীবন ও কর্মধারাকে আমাদের জানতে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব। সেই আলোকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের পাড়াগাঁয়ের এক অক্লান্ত কর্মী মানুষের জীবন-ভাষ্য এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর জীবন অনেক ব্যাপক ও প্রসারিত ছিল। এ পুস্তকের পরিধিও ভবিষ্যতে বৃহত্তর করার অবকাশ আছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান পুস্তক মূলত দু'টি গবেষণামূলক প্রবন্ধেরই সংগ্রন্থন। 'আবদুর রশিদ সিদ্দিকীঃ তাঁর সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্ম' প্রবন্ধটি 'বাঙলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। অন্য একটি প্রবন্ধ 'একটি বিস্মৃত সাপ্তাহিকঃ মোসলেম জগত'ও 'বাঙলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি বাংলাদেশ পরিষদ ঢাকা ও ঢাকাস্থ কক্সবাজার সমিতি কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর কর্মজীবনের ওপর এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত হয়। আমি এজন্য বাঙলা একাডেমী, বাংলাদেশ পরিষদ ও ঢাকাস্থ কক্সবাজার সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই মহান সাহিত্য-সেবীর জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণমূলক এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

শফিউল আলম

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে কয়েকজন মুসলিম কর্মবীর ও সমাজ হিতৈষী স্বদেশ ও সাহিত্যের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা, কর্মোদ্যম, প্রাণস্পৃহা ও সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে উত্তরকালের বংশধরদের জন্য প্রেরণার উৎস, পরিশ্রমের ফসল ও নবজাগরণের অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন, মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী[1] তাঁদের অন্যতম। বিরামহীন কর্মপ্রচেষ্টা ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন রচনার সুনির্দিষ্ট সূচীপত্র একজন মানুষকে কোনদিন নিরাশ বা বিফল যে হতে দেয় না, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সিদ্দিকী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, যখন সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দীপ্ত বাণী উচ্চকিত ও যখন এদেশের মুসলিম নেতারা এদেশের ভাগ্য নিপীড়িত মুসলমানদের মুক্তির পথ খুঁজছেন, ব্যক্তিগত বা যৌথ প্রচেষ্টায় এদেশের মুসলমানরা তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট, তেমন একটা যুগ-পরিবেশে সিদ্দিকীর মানসভূমি গঠিত হয়েছে। তৎকালীন অন্যান্য মুসলিম সমাজকর্মীরা সাহিত্যকে যেমন তাঁদের সমাজকর্মের বাহন করে নিজ নিজ বক্তব্য ও মত প্রকাশের পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সিদ্দিকীর বেলায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী বা এ যুগের অন্যান্য দেশবরেণ্য মুসলিম সাহিত্য সেবী আরবী লেখাপড়ার পুঁজি নিয়ে জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও উদার মানবিকতা, প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে ও জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে।

এ শতকের গোড়ার দিকে যাঁরা মূলত এদেশের মুসলমানদের জাগরণের বাণীতে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের দৃষ্টি ছিল মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যের দিকে। মুসলমানদের অতীত গৌরবময় ইতিহাস, সাহিত্য চর্চা, সংস্কৃতি চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান—এসব ছিল তাঁদের প্রেরণার মন্ত্র। এসব কারণে এ যুগের যাঁরা সন্তান, তাঁদের কর্মে ও চিন্তায় সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তায় দূরের ইতিহাসই তাঁদের বাতির দিগদর্শনের কাজ করেছে। বিশেষত উপমহাদেশের এ পূর্বাঞ্চলে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। প্রত্যেক কিছুর বিকাশের জন্যই একটা অনুকূল সামাজিক পরিবেশ ও আবেষ্টনীর দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, একদিকে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, আধুনিক শিক্ষার প্রতি অহেতুক অভিমানপ্রসূত বৈরাগ্য, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় চিন্তাপ্রসূত কিছু মুসলমান প্রতিক্রিয়াশীলদের কর্মতৎপরতা এদেশের সমাজকে সর্বদাই পিছিয়ে

রেখেছিল। সুতরাং জাগরণের বাণী পৃথিবীর সব জাতির বেলাতে যেমন সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে স্ফুরিত হয়েছে, তেমনি আমাদের দেশেও একদা মুসলমান সাহিত্যকর্মী ও সমাজ-নেতাদের দ্বারা সম্পাদিত 'মহাম্মদী আখবার', 'আখবারে এসলামীয়া', 'মুসলমান', 'সুধাকর', 'হিতকরী', 'সুলতান', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী' ইত্যাদি পত্রিকা সে ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত চিন্তা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার মূল কেন্দ্রবিন্দু অতীত ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল স্বাভাবিকভাবে। এজন্যে বাংলাদেশের কিংবা ভারতবর্ষের বাইরে যে মুসলিম জগৎ, তা সব সময়েই আমাদের লেখকদেরকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। অনেক সময় স্বদেশের তুলনায় বহির্ভারতীয় মুসলমান ও তাদের দেশ সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছে বেশী[২] এবং এসব চিন্তার যাঁরা হোতা ছিলেন, তাঁদেরই পরবর্তী উত্তরাধিকারী আবদুর রশিদ সিদ্দিকী। প্রতিভা হয়তো তাঁর তেমন বিরাট ছিল না, কিন্তু কর্মক্ষেত্র ছিল অনেক প্রসারিত ও অনেকের তুলনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলশ্রুতি যা হলো, তাতে এদেশের এক বিপুল অংশ খুশী হতে পারেন নি। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা এর পরবর্তী ঘটনা। অন্যদিকে তখন এদেশের হিন্দু যুবকেরা স্বদেশী আন্দোলনে মেতে উঠেছেন। তবে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী হিন্দুর মনে যে দেশাত্মবোধ জাগলো, তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল হিন্দু ঐতিহ্য গর্ব। মুসলিম মানসের কাছে তা গ্রাহ্য হওয়ার কথা নয়, হয়ওনি।[৩] বস্তুতপক্ষে বিশ শতকের প্রথম দশকেই মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ শুরু হয়। তুরস্কের সুলতানের পতন এদেশে এনেছিল ব্যাপক সাড়া ও চাঞ্চল্য।[৪] খিলাফত আন্দোলনের মূল উৎসও এখানে। মওলানা মুহম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর ভূমিকা ছিল এ আন্দোলনে অগ্রণী। ১৯১৫ সালে তাঁরা বন্দী হলেন। ১৯১৮-তে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস মিলিতভাবে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রত্যাখ্যান করল। তবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যখন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে প্রবলভাবে দানা বেঁধে ওঠে, ঠিক তখনও বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য ইংরেজ বিরোধী ভাবধারা গড়ে ওঠেনি।

ঠিক এমন একটা যুগ পরিবেশে, বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চার মূল কেন্দ্র কলকাতা থেকে অনেক দূরে চট্টগ্রাম শহরে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী অসীম সাহস ও মনোবল নিয়ে এগিয়ে এলেন একটি সাহিত্য পত্রিকা 'সাধনা' সম্পাদনার ভার নিয়ে ১৯১৯ সালে। তাঁর পত্রিকা প্রকাশ নিতান্ত ব্যক্তিগত ও একক প্রচেষ্টা থেকেই শুরু। আবদুর রশিদ সিদ্দিকী যখন 'সাধনা' বের করেন, সেই ১৩২৫ বাংলায় তখন দেশে লেখক ও সাহিত্যিকদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। মুসলমান সমাজে তার সংখ্যা এক হাতের আঙ্গুলেই গোণা যেত। মুসলমানদের নিজস্ব কোন ছাপাখানাই ছিল না তখন এখানে। বিজ্ঞাপনের অবস্থা তো আরো নৈরাশ্যজনক। কাজেই পত্রিকা চালিয়ে—বিশেষ করে—সাহিত্য পত্রিকা চালিয়ে জীবিকা অর্জন তখন কল্পনারও বাইরে। তবুও সিদ্দিকী সাহেবরা যে এ দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সে স্রেফ সমাজকল্যাণ উদ্দেশ্যেই—সমাজকে সাহিত্য সচেতন করে তোলার মতলবেই।[৫] এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার সিদ্দিকী যখন 'সাধনা' বের করেন তার এক বছর পরে বাংলা ভাষায় বিখ্যাত ও উন্নত সাহিত্য—মাসিক কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত—'মোসলেম ভারত' আত্মপ্রকাশ করে এবং ঠিক এক বছর আগে বাংলার মুসলিম জাগরণের অন্যতম মুখপত্র মাসিক সাহিত্য পত্র 'সওগাত' প্রকাশিত হয় ১৯১৮-তে। ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'-ও প্রকাশিত হয় ১৯১৮-তে। সুতরাং এ সময়টা আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করা দরকার, যে সময়ে বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সঙ্গে উদার মানবিকতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূচনা ও বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তদের বিকাশের ও প্রতিষ্ঠার সূচনা হচ্ছে সে সময়ে আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সাহিত্য-সেবা ও সমাজ হিতৈষণার মনোবৃত্তি নিয়ে।

মূলত সিদ্দিকীর কর্মপ্রচেষ্টার তৎপরতা শুরু হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। সিদ্দিকী একদিকে যেমন সাহিত্য সাধনাকে জীবনের কল্যাণকারিতার বাহন হিসেবে নিয়েছেন আবার অন্যদিকে কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যবহারিকভাবেও সাংবাদিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পর পর দুটি মাসিক পত্রিকা ও দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। একটি 'মুসলিম পঞ্জিকা' সংকলন করেছেন, সাতটি কবিতা গ্রন্থ রচনা করেছেন, পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন, তিনটি গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন চট্টগ্রামী ভাষা সম্পর্কিত, আমপারার কাব্যানুবাদও করেছেন তিনি। শুধু

সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্ম নয়, তিনি সক্রিয় রাজনীতিতেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, চারণের মতো গ্রামে গ্রামে অনলবর্ষী বক্তৃতা করেছেন, ইংরেজের হাত থেকে রেহাই পান নি, দু'বার জেলও খেটেছেন। অসংখ্য নিত্য নতুন প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, অসংখ্য সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে তিনি সারাজীবন জড়িত ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে—কী রকম কর্মোদ্যম ও স্পৃহা থাকলে একই সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে এত কাজ করা যায়। শুধু সিদ্দিকীই বা কেন—এ যুগের যাঁরা মুসলমান সমাজের জন্য চিন্তার ও কর্মের বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেখা যায় এসব গুণাবলীর অধিকারী। অনলবর্ষী বাগ্মী সিরাজী ও সাহিত্যিক সিরাজী একই ব্যক্তি।

সিদ্দিকী যখন চট্টগ্রামে প্রথম 'সাধনা' প্রকাশ করেন এবং সাহিত্য সেবা ও সমাজ সেবায় এগিয়ে আসেন, তখন চট্টগ্রামেও শুরু হয়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতির তরঙ্গ বিক্ষোভের দোলা। এ অঞ্চলের কিছু কিছু বিত্তশালী জমিদার শ্রেণীর লোক, সমাজ কর্মী এগিয়ে এসেছেন তখন সমাজ ও দেশের কল্যাণের মহান ব্রত নিয়ে। এ সময় চট্টগ্রামে ১৯১৮ সালের ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর 'আঞ্জুমান ওলামা-এ বাঙ্গালার' অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন মওলানা আযাদ সুবহান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন কক্সবাজার মহকুমার চকরিয়া থানার ছনুয়ার জমিদার গোলাম কাদের চৌধুরী। শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হয় ২৮ ও ২৯শে ডিসেম্বর এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন হয় ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর এবং বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যাহ্ন থেকে। সভাপতিত্ব করেছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডঃ)। একই বছরে পরপর চারটা সম্মেলন চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল লালদীঘি ময়দানে—একই প্যাণ্ডেলে।

চট্টগ্রামে তখনো কোন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বা উল্লেখযোগ্য কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। কাজেই আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হলেও প্রথম যে কাজে হাত দিলেন, তাকে বলা যেতে পারে নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও দুঃসাহসিকতা। জীবনের প্রথম থেকেই তিনি সংগ্রাম ও কষ্টসহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানুষ হয়েছিলেন। 'তিনি ছিলেন আপন গড়া (self-made) মানুষ। আপন ভাগ্যের বিধাতা।'

সিদ্দিকীর সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতা-জীবন জানবার আগে তাঁর জন্ম পরিচয় জানবার কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁর যুগ ও কাল সম্পর্কে অবহিতির পর তাঁর বংশ ও জন্ম পরিচয় জানা আমাদের আবশ্যক।

২

চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত চকরিয়া থানার শাহ ওমরাবাদ গ্রামে (কাকারা) ১৩০১ (১৮৭৯ খৃ.) সালের চৈত্র মাসে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে সিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন।[৬] তাঁর বাবার নাম আবদুল হাকিম মিঞাজী। তিনি দরিদ্র হলেও পরহেজগার লোক ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ আলিম, ফাজিল এবং শরীয়তানুবর্তী ছিলেন।[৭] শৈশবেই সিদ্দিকী মাতৃহীন হয়ে পড়েন। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য অক্ষরজ্ঞান বিদ্যা ছাড়া কোন প্রকারের উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয়ে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। সম্ভবত মাতৃহারা ছোট বালক বাবার আদরেই আর বিদ্যালয়-মুখো হন নি, তবে দারিদ্র্যও একটা প্রধান অন্তরায় ছিল বটে। কিন্তু আপন প্রচেষ্টায় ও অধ্যয়নের ফলে তিনি ইংরেজী, বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় প্রচুর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর সমগ্র রচনা ও সাহিত্যচর্চায় ছড়িয়ে আছে। সুতরাং উচ্চশিক্ষার খেতাব হতে বঞ্চিত হলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাফল্যমণ্ডিত স্থান অধিকারে তাঁর গতিপথকে কেউই প্রতিরোধ করতে পারেন নি।[৮]

ছোটবেলা থেকেই সিদ্দিকী স্বাধীনচেতা ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। আর তিনি ছিলেন এক বিদ্রোহী আত্মার অধিকারী। বিদেশী শাসক প্রণীত নির্যাতনমূলক আইন-কানুনে অবিচার-অসত্যের প্রতিকারের সুরাহা না থাকায় দুঃখ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরকে আরো বিদ্রোহী করে তোলে। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন এদেশের মানুষের সৃজনশক্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য নানা রকম ছলচাতুরীর মাধ্যমে এ দেশেরই এক শ্রেণীর খয়ের খাঁ লোকের সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তাদেরই মাধ্যমে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের কিভাবে শোষণ করা হচ্ছে। স্বাধীনচেতা সিদ্দিকী তাঁর তরুণ মনের উদ্দীপনা নিয়ে এগুলোর প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসেন এবং এজন্য তৎকালীন গ্রাম্য মোড়লদের রোষানলে পতিত হন। শোনা যায়, তাঁর কার্যক্রমের চাপ সহ্য করতে না পেরে গ্রামের জমিদার ও মোড়লেরা তাঁর হাত-পা বেঁধে তাকে মাতামুহুরী নদীতে ফেলে দেয়। কিন্তু দৈবক্রমে তিনি বেঁচে যান। তিনি গ্রাম ছেড়ে বার্মা চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সম্ভবত বার্মা থেকে ফিরে তিনি ১৯১৯ খৃস্টাব্দে, ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসে মাসিক 'সাধনা' বের করেন এবং ১৯২১ খৃস্টাব্দের এপ্রিলে মুসলিম বাংলার প্রথম মহিলা মাসিক 'আন্নেসা' বের করেন চট্টগ্রাম থেকে। পরে তিনি কলকাতায় তাঁর কর্মস্থল

পরিবর্তিত করেন। সম্ভবত ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) তিনি 'রক্ত-কেতু' নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথম 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' নামে মুসলমানদের কার্যোপযোগী বৃহৎ ডাইরেক্টর পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস ও আলোচনামূলক গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য সাধনা ও পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন জীবনে টাকা-পয়সার প্রয়োজনও কম নয়। তাই তিনি 'বেগম খোশ' নামক এক প্রকার ঔষধ এবং 'ইণ্ডিয়ান ফুড' নামক কাউন চালের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জনে সক্ষম হন। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। তাঁর অর্থ সাফল্যই সে পরিচয় বহন করে। 'বেগম খোশ' বিজ্ঞাপন ও প্রচারের জোরে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞসা করা হলে তিনি নাকি রসিকতা করে বলেছিলেন, গুণাগুণ যাই থাক বার্মা আর বাংলাদেশে মিলে ব্যক্তিগত আমি কী অন্তত পঞ্চাশ হাজার বেকুব পাবো না, বছরে পঞ্চাশ হাজার কৌটা বিক্রি করতে পারলেই তো আমার কাম ফতেহ।[৯] এ বক্তব্য থেকে তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধি ধরা পড়ে।

১৯২০ খৃস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করার জন্য চকরিয়া থানা প্রাঙ্গণে গ্রেফতার হন।[১০] এরপর ১৯২২ খৃস্টাব্দে নদীয়া জেলার শিকারপুরস্থ এক তদন্ত কমিশন সভায় বক্তৃতা করার জন্য সিদ্দিকী গ্রেফতার হন এবং তাঁকে কুষ্টিয়া কোর্টে প্রেরণ করা হয়।[১১] ১৯২৩ খৃস্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' পত্রিকায় "সময় থাকতে সাবধান, বুঝে চল বৃটিশ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁকে কলকাতায় ২৯/এ, এ্যান্টনি বাগান লেনস্থ পত্রিকা ভবন থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং প্রেসিডেন্সী জেলে নেওয়া হয়।[১২] ২১ দিন তার অবশ্য তিনি মুক্তি লাভ করেন। এভাবে লক্ষ্য করা যায় সিদ্দিকী রাজনীতির সঙ্গে তখনো সক্রিয়ভাবে জড়িত না থাকলেও রাজনৈতিক তরঙ্গ বিক্ষোভের বাইরে তিনি ছিলেন না। ১৯৩৬ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ প্রার্থী হয়েছিলেন, তবে দুর্ভাগ্য-বশত তিনি নির্বাচনে হেরে যান। ১৯৪৬ সালেও তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। জনাব আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ১৯৫১ সালের ২৬শে মার্চ আপন গ্রাম কাকরায় ইন্তিকাল করেন।

সিদ্দিকী সাহেব শেষ জীবনে গ্রামে এসে প্রচুর অর্থ, খ্যাতি ও সমাজ সেবার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনের এ সাফল্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার এম. আবদুল জব্বার লিখেছেন : জ্ঞানচর্চার অবিশ্রান্ত ব্যস্ততা তাঁহার কর্মময় জীবনকে একঘেয়ে করিয়া রাখিতে পারে নাই। নিত্য নতুন ব্যবসায় বুদ্ধি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিপুল উচ্ছাস তাঁহাকে যেদিকে চালিত করিয়াছে সেইদিকেই সফলতার সুবর্ণ মুকুট তাঁহার কর্মময় জীবনকে সম্বর্ধিত করিয়াছে। তাই, তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া নিভৃত পল্লীতে দ্বিতল পাকা বাড়ী, পাকা মসজিদ নির্মাণ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন এবং দুর্জয় উচ্চাভিলাষ তাঁহার কর্মক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে ; তাঁহার নিরহঙ্কার, সরল জীবন, নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি, পরোপকার, দেশাত্মবোধ এবং কর্মপিপাসা এক আদর্শ মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

সিদ্দিকীর সমাজসেবামূলক আরো যে কার্যাবলীর পরিচয় রয়েছে তাও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে 'গ্রাম রক্ষক সমিতি' (Village Defence Party) গঠন করেন। এ কমিটির মাধ্যমে তিনি গ্রামে অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল হন। ১৩৪১ সালে তিনি 'সমবায়ী তরিক্কি সমিতি' গঠন করেন। এ ধরনের সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন খদ্দরের ব্যাপক প্রচলন শুরু হলো তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সূতা এনে সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তোলেন 'মহিলা সমবায় স্পিনিং কোং'। সিদ্দিকীর কর্মোদ্যম এবং বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় মেলে তাঁর Service Securing Agency (কর্ম নিয়োগ এজেন্সী) নিয়োগে। সম্ভবত তদানীন্তন বাংলায় তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এদেশের বেকার যুবকদের চাকুরী দানের জন্য একটা যৌথ সমিতি গঠন করেছিলেন। সিদ্দিকীর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে একজন উদ্যোগী কর্মযোগীর জীবনেরই পরিচয় বহন করে। তিনি ঐ সকল মুসলমান তরুণদেরই একজন, যাঁরা অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে স্কুল-কলেজের উচ্চ শিক্ষা ব্যতিরেকে স্বীয় প্রচেষ্টায় আহরিত জ্ঞানের সাহায্যে প্রখ্যাত সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী, শক্তিশালী সাহিত্যিক ও সর্বোপরি আপন গড়া সুধীজন হিসেবে দেশবাসীর নিকট নিজেদেরকে শ্রদ্ধার্হ করতে শিখেছিলেন।[১৩]

৩

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর সাহিত্য সাধনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা।

২. সাহিত্য চর্চা।

আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলো সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তৎকালীন মসলিম সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের পটভূমি বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

মুসলমান সম্পাদিত বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে 'সুধাকর'কেই গণ্য করা উচিত। কেননা, ৭ই মার্চ ১৮৩১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত এবং শেখ আলিমুল্লাহ্ সম্পাদিত 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হলেও বাঙলা, ফার্সী দ্বিভাষিক পত্রিকা ছিল। তাই 'মুসলমান সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র বললে 'সমাচার সভারাজেন্দ্রের' সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না।[১৪]

১৮৪৬ খৃস্টাব্দে মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র এবং মৌলভী রজব আলী[১৫] সম্পাদিত 'জগপুদ্দীপক ভাস্কর' বাংলা-ইংরেজী-হিন্দি-ফার্সী-উর্দু পঞ্চভাষিক পত্রিকা ছিল এবং এ পত্রিকা ছিল অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী। মৌলভী আবদুল খালেক সম্পাদিত 'মহাম্মদি আখবার' ১৮৭৮-এর ২৯শে মার্চ সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রায় দুই বৎসরকাল জীবিত ছিল বটে কিন্তু এ পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ অর্ধ-সাপ্তাহিক রূপে।[১৬] 'মহাম্মদি আখবার'-ও ছিল বাঙলা-উর্দু দ্বিভাষিক পত্রিকা। অবশ্যি ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের বৈশাখ মাসের প্রথমে প্রকাশিত হাকিম নাজাত আলী শাহ্ কাদিরীর মালিকানায় 'গুরুচর'[১৭] নামক অপর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তথ্য পাওয়া গেলেও সম্পাদক এবং পত্রিকার স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে কোন সঠিক বিবরণী পাওয়া যায় না। কাজেই দীর্ঘস্থায়ী (দু' বৎসরেরও অধিককাল) ও পরিপূর্ণভাবে বাঙলা ভাষায় মুসলমান সম্পাদিত এবং কর্তৃত্বাধীন পত্রিকা বলতে 'সুধাকর' এর নাম উল্লেখ করতে হয়।

অতঃপর উনিশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত মুসলমান সম্পাদিত যে সব সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখি তা' হলো মোসলেম উদ্দীন খাঁ সম্পাদিত 'টাঙ্গাইল হিতকরী', ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত 'মিহির ও সুধাকর' প্রভৃতি। উনিশ শতকের মধ্যে মুসলমান-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকার ইতিহাসে স্থায়িত্বে সুযোগ্য সম্পাদনা বৈগুণ্যে এবং উন্নত

দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে 'সুধাকর' এবং 'মিহির ও সুধাকর'-এর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে এবং বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাসের অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে তাতে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তা' হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে মুসলমান সম্পাদিত বাঙলা ভাষায় সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা এবং শেষার্ধে উন্মেষের যুগ হলেও বাঙালী মুসলমানদের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকই পরিপূর্ণভাবে পরিপুষ্টি ও বিকাশের যুগ।

১৯০২ খৃস্টাব্দে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক এবং ১৯০৪-এ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সোলতান' ১৯১০ খৃস্টাব্দেও চালু ছিল বলে জানা যায়।[১৮] পরবর্তীকালে যে-সব সাপ্তাহিক পত্রিকা বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ছবি তুলে ধরে সেগুলো 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' (প্রঃ প্রঃ ১৮০৫ খৃ.), 'মোসলেম হিতৈষী' (প্রঃ প্রঃ ১৯১৯ খৃ.), 'হাবলুল মতিন' (প্রঃ প্রঃ ১৯১২ খৃ.) ও 'সুনীতি' (প্রঃ প্রঃ ১৯১৬ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত)। ১৯২২-এর আগস্ট মাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' কাজী নজরুল ইসলামের ব্যতিক্রমী সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই বাঙলার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের চিত্ত জয় করে নেয়। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সর্বপ্রথম স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বরাজের পরিবর্তে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে 'ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারত-বর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের ওপর' বলে ঘোষণা করা হয়। সাপ্তাহিক পত্রিকায় সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের জন্য সর্বপ্রথম মুসলিম-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামই কারারুদ্ধ হন। দ্বিতীয়জন যিনি কারারুদ্ধ হন, তিনি মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী—'মাসিক সাধনা' ও সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ'-এর সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা।

আবদুর রশিদ সিদ্দিকী 'সাধনা' ও 'আন্নেসা' নামক দুটি মাসিক পত্রিকা, 'মোসলেম জগৎ' ও 'রক্তকেতু' নামক দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সংক্ষেপে পত্রিকাগুলোর পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

১. সাধনা

১৩২৬ সালের বৈশাখে (১৯১৯ খৃস্টাব্দ) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সাধনা'র প্রথম বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা 'সাধনা কার্যালয়' থেকে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী কর্তৃক এবং হার্ডিঞ্জ প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স চট্টগ্রাম থেকে বি. সি. দে কর্তৃক মুদ্রিত। নগদ মূল্য ২৫ পয়সা। বার্ষিক মূল্য দুটাকা ছ'আনা। সম্পাদক ঃ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায়—'সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক সংস্করণ' লেখা থাকত। 'সাধনা' পর পর চার বছর প্রকাশিত হয়েছিল। ৪র্থ বর্ষ, বৈশাখ ১৩২৯ সাল ১ম সংখ্যার পর 'সাধনা' আর প্রকাশিত হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই। 'সাধনা' ৩য় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে চট্টগ্রাম হতে স্থানান্তরিত হয়ে কলকাতার ৫, কলুটোলা লেনস্থ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।[৯] 'সাধনা'র যে 'নিয়মাবলী' প্রকাশিত হয় তাতে দু'টি জিনিস লক্ষণীয় ঃ

(ক) 'হিন্দু-মুসলমান সকলেই কবিতা প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন।'

(খ) 'রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ আমরা গ্রহণ করিব না।'

একদিকে হিন্দু-মুসলমান যৌথ লেখা, অন্যদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নীরবতা সম্ভবত নতুন পত্রিকার ভবিষ্যত দেখেই করা হয়েছিল। 'সাধনা' পত্রিকায় সমকালীন প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের রচনা সমৃদ্ধ ছিল। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ গোড়া থেকেই 'সাধনা'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলামাবাদ' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত)-এর ইসলামাবাদ সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধ ইসলামাবাদের ঐতিহাসিক বিবরণ 'সাধনা' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাতেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাধনা'র ২য় বর্ষ সংখ্যাগুলোতে (১৩২৭ সাল) তাঁর মহাকবি সৈয়দ আলাওল, ২. সাময়িকী, ৩. প্রস্তাবনা, ৪. ঐতিহাসিকী ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আলাওল সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা ক্রমশ পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হতে থাকে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রবন্ধ 'সাধনা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়। নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত ও বহুপঠিত কবিতা 'আনোয়ার' ও 'রণভেরী' প্রথম 'সাধনা'তেই প্রকাশিত হয়।[১০] তাছাড়া সাধনা ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের গীতিময় দীর্ঘ কবিতা 'অবেলায়' প্রকাশিত হয়েছিল। এ পর্যন্ত প্রকাশিত এবং কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী'র (কেন্দ্রীয়

বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড) খণ্ডগুলোতে, এ নামে তাঁর আরো দুটি কবিতা থাকলেও 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ কবিতার চরণ ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক। রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল নির্দেশিকায়ও এ কবিতার উল্লেখ দেখা যায় না। অবশ্যি নজরুলের আরো কবিতা এবং গদ্যমালা 'সাধনা'র পাতায় ছড়িয়ে আছে যা এখনো কোন পুস্তকে উৎকীর্ণ হয়নি। নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হওয়ার পর সারা বাংলাদেশে যে প্রবল আন্দোলন ও সাড়া জাগে তার ফলে বিভিন্ন পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু 'সাধনা' ১৩২৯, বৈশাখ-এর ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যাতেই প্রথম গোলাম মোস্তফার 'নিয়ন্ত্রিত' (হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠে) ও হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' পাশাপাশি মুদ্রিত হয় এবং কবি গোলাম মোস্তফার তরুণ বয়সের ছবি প্রকাশিত হয়।

মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'কারাজীবন' ধারাবাহিকভাবে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়।

সিদ্দিকীর উপন্যাস 'জরিনা', 'প্রণয়-প্রদীপ' ও 'উপেন্দ্র-নন্দিনী' ধারাবাহিকভাবে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। 'সাধনা'য় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কবি-ভাস্কর, শশাঙ্কমোহন সেন, প্রমথনাথ বিশী, কবি জীবেন্দ্র কুমার দত্ত, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কায়কোবাদ, গোলাম মোস্তফা, শাহাদাত হোসেন, মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ডাঃ লুৎফর রহমান, অধ্যাপক আবুল হোসেন ('শিখা' গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান হোতা) মাহবুব-উল-আলম, বনফুল প্রমুখ প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকের লেখা ছড়িয়ে আছে। এছাড়া 'সাধনা'র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন কে, চাঁদ, ফররুখ আহমদ নেজামপুরী, শ্রী বঙ্গচন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ, অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম, শ্রী আশুতোষ চৌধুরী, দিদার-উল-আলম, মৌলবী তমিজুর রহমান, শ্রী জিতেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতি মৃণালিনী বসু ও শ্রী হরিপ্রসন্ন দাস প্রমুখ।

'সাধনা' যদিও মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল কিন্তু আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর ইচ্ছা ও কর্মসূচী ছিল সুদূরপ্রসারী, তাই 'সাধনা'কে সাপ্তাহিকীতে রূপান্তরিত করার প্রবল ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। 'সাধনা' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় তিনি যে 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন তাতেই তার প্রমাণ মেলে: 'সাধনা'র গ্রাহকবর্গ অবশ্যই অবগত হইয়াছেন যে, আমরা 'সাধনা'কে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতেছি। জ্যৈষ্ঠ

মাসের 'সাধনায়' (১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা) প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কোন গ্রাহকের সাহায্যে আমরা একজনও নতুন গ্রাহক পাই নাই। কাজেই আষাঢ় হইতে 'সাধনা' সাপ্তাহিক হইতে পারিল না। ভবিষ্যৎ আশাও গ্রাহকবর্গের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিতেছে।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'সাধনা' কোনদিন সাপ্তাহিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি।

তৎকালীন মুসলমান সম্পাদিত সাহিত্য-মাসিকগুলো সাহিত্য পত্রিকা হলেও মূলত এগুলোর প্রধান লক্ষ্য থাকতো সমাজ ও জাতির ঘুণেধরা জীবনে প্রাণ-প্রবাহের সঞ্চার করে দেওয়া। তাই দেখা যায় 'সাধনা'তে প্রকাশিত হতো মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উদ্দীপনামূলক ও জাতীয় জাগরণমূলক প্রবন্ধ ও মওলানা সিরাজীর কারাজীবনের কাহিনী। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'আপীল' ব্যঙ্গ কবিতায় সমাজের আপোস-বাদী ও সুবিধাবাদীদের কঠোর সমালোচনামূলক কবিতা 'সাধনা'তেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং 'সাধনা' এমন একটি যুগকে প্রতিবিম্বিত করে— যখন মুসলমানদের সমাজ চেতনামূলক সাহিত্য—তাঁদের নতুন একটা পথের সন্ধান ও আলোকবর্তিকা দেখাচ্ছে। কথাশিল্পী আবুল ফজল এ যুগের সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেনঃ সাহিত্য ব্যক্তির সৃষ্টি বটে কিন্তু তার জন্য সামাজিক পটভূমি আর অনুকূল পরিবেশ আবশ্যক। তাই সাহিত্যের জন্য ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চেত-নারও প্রয়োজন। সমাজ সাহিত্য-সচেতন না হলে অর্থাৎ সমাজে যদি সাহিত্যের চাহিদা না থাকে তাহলে সাহিত্যের গতি আর প্রসার ধীর মন্থর আর সঙ্কীর্ণ না হয়ে পারে না। এক্ষেত্রে সাহিত্য-মাসিক বা সাময়িকীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আধুনিক সাহিত্য-প্রচেষ্টার সূচনার যুগেও এ সম্পর্কে কেউ কেউ অবহিত হয়েছিলেন এবং সাহিত্য মাসিকী প্রতিষ্ঠায় এসেছিলেন এগিয়ে। এঁদের অনেকের হয়তো তেমন উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্য-প্রতিভা ছিল না, তেমন স্মরণীয় অবদানও তাই তাঁরা রেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁরা যে অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তখন সাহিত্য-সাধনা আর সাহিত্য পত্রিকা চালাবার সুযোগ-সুবিধা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। নিজেদের অর্থ-সঙ্গতিও ছিল অত্যন্ত সীমিত। তবুও তাঁরা অনেকেই সাহিত্য সাময়িকী পরিচালনায় অগ্রণী হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের আবদুর রশিদ সিদ্দিকী তেমন এক সাহিত্য উদ্যোগী মানুষ ছিলেন।[২১]

সিদ্দিকী সম্পাদিত 'সাধনা' যে অকৃত্রিম সমাজসেবা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল তা 'সাধনা' ২য় বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা 'ম্যানেজার-এর নিবেদন'-এ বোঝা যায় ঃ 'সাধনা' ব্যবসাধারী জিনিস নহে। দেশে প্রকৃত সাহিত্যচর্চার সুবিধার্থেই ইহার জন্ম।'

২. আন্নেসা

সাধনা প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর পরে, ১৩২৮ সালের বৈশাখে (১৯২১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল) 'আন্নেসা' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'আন্নেসা' মুসলিম মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকী।[২২] সম্পাদিকা হিসাবে বেগম সুফিয়া খাতুনের নাম মুদ্রিত থাকলেও পত্রিকাটি সম্পূর্ণ পরিচালনা করতেন আবদুর রশিদ সিদ্দিকী। 'আন্নেসা' মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী কর্তৃক সরস্বতী প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যা বারো পৃষ্ঠা, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০, দাম বার্ষিক আড়াই টাকা। পঞ্চম সংখ্যা থেকে প্রকাশের স্থান ৫, ডোগরা গলি, কলুটোলা, কলকাতা। মুদ্রক ঃ কে. এম হেলাল, ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯, অ্যান্টনী বাগান লেন, কলকাতা।[২৩]

'আন্নেসা'র প্রথম পৃষ্ঠার আদিতে পবিত্র কুরআনের এ বাণী লিপিবদ্ধ থাকত—'নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত সে জাতি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে মনোনিবেশ না করে।'

'আন্নেসা' মোট কত বছর প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের সঠিক জানা নেই। এম. আবদুল জব্বার-এর মতে 'আন্নেসা' '১৩২৭' বঙ্গাব্দ হইতে দুই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল।[২৪] 'বাঙলা একাডেমী গ্রন্থাগারে' সংরক্ষিত ১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত 'আন্নেসা' দেখে মনে হয় 'আন্নেসা' শেষের দিকে ভাল চলেনি। তবে এ পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য এবং নারী সমাজের বক্তব্য প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সময়ে যে বৈচিত্র্য-পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা 'আন্নেসা' পড়ে দেখলে বেশ বোঝা যায়। 'সাধনা' ৩য় বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৮-এ এ মর্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় ঃ

৫ প্রশ্নে ১০০ টাকা

'চট্টগ্রামের কোনও ধনী পত্নী বেগম নূরস ছফা সাহেবা জানাইতেছেন যে, বেগম সফিয়া খাতুন সাহেবার সম্পাদিত 'আন্নেসা' মাসিক গ্রাহকবর্গের

নিকট তিনি নারী জাতি বিষয়ক ৫টি জটিল প্রশ্ন করিবেন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ২০ টাকা করিয়া পুরস্কার দিবেন। প্রশ্ন–'আন্নেসা'য় প্রকাশার্থে ছাপাইয়াছেন।'

'সাধনা' ১৩২৮ ষষ্ঠ সংখ্যায় 'আদর্শ স্ত্রীপাঠ্য 'আন্নেসা' সম্পর্কে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তা নিম্নরূপ ঃ

'সাহিত্য চর্চায় রমণী সমাজের এই সর্বপ্রথম উদ্যোগ, 'আন্নেসা' স্ত্রী-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। স্ত্রীগণই লিখিতেছেন। পুরুষের ন্যায় ন্যায্য দাবী, ন্যায্য অধিকার, পারিবারিক রীতিনীতি, পতিভক্তি, ধর্ম ইতিহাস, গল্প, কবিতা, জীবনী সাহিত্য ও পুরুষদের অন্যায়-অত্যাচার, তালাক অস্ত্রের অপ-ব্যবহারের বাদ-প্রতিবাদ, আন্দোলন, আলোচনা, গৃহচিকিৎসা, পাক-প্রণালী ইত্যাদি নিত্যাবশ্যকীয় বহু বিষয় থাকিবে, আমরা এই নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের প্রত্যেক ভ্রাতাগণ--আমাদের এই আয়োজনে আপন স্ত্রী-কন্যা ভগ্নীদিগকে গ্রাহিকা নিযুক্ত করিয়া মর্জি করিবেন। আন্নেসার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ মাত্র আড়াই টাকা, মনি অর্ডার করিলে সোয়া দুই টাকা।

'আন্নেসা' সিদ্দিকী পরিচালিত প্রথম মুসলিম মহিলা সাহিত্য পত্রিকা হলেও ধর্মনির্বিশেষে সকল মহিলার লেখা এ পত্রিকায় স্থান পেত। নারী সমাজের অধিকার, পর্দাপ্রথা, গৃহস্থালী, আদর্শ নারীদের ভূমিকা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেশ-বিদেশের—বিশেষত মুসলিম মহিলাদের অগ্রগতির কথা 'আন্নেসা'য় প্রকাশিত হতো। 'আন্নেসায়' নারী সমাজের দাবী ও অধিকারের কথা প্রকাশিত হলেও প্রগতিশীলতা 'আন্নেসা'র লক্ষ্য হয়তো ছিল না। 'আন্নেসা'র ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় শামসুন নাহার (পরে মুসলিম নারী জাগরণের অন্যতম অগ্রনায়িকা বেগম শামসুন নাহার মাহ্‌মুদ)-এর 'পর্দা প্রথা ও স্ত্রী স্বাধীনতা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে পর্দাপ্রথার কঠোর সমালোচনা করা হয়। প্রবন্ধটি 'আন্নেসা'য় প্রকাশিত হলেও শেষে 'এই প্রবন্ধের কত-কাংশে আমরা লেখিকার সহিত একমত হইতে পারিলাম না' বলে সম্পাদ-কীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 'আন্নেসা' সাহিত্যিক মানদণ্ডে তেমন উন্নত শ্রেণীর পত্রিকা না হলেও মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রপথিক হিসেবে 'আন্নেসা'র ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। যখন মুসলিম নারী সমাজ ধর্মীয় অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও তমসায় আচ্ছন্ন ছিল, সে সময় কিছু কিছু মুসলমান মহিলা এ পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন। 'আন্নেসা'র বিভিন্ন সংখ্যায় যে সব মহিলার লেখা প্রকাশিত হয়েছে, দেখা-

যায় তাঁরা হ্যলেন ঃ শামসুন নাহার (শামসুন নাহার মাহ্‌মুদ), কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, বেগম বদরুন্নেছা, বেগম ফাতেমা খাতুন, বেগম আয়েশা খাতুন, মায়মুনা খাতুন, বেগম সুফিয়া খাতুন, শ্রীমতি নুরজাহান, আজিজুন্‌নেছা খাতুন, শ্রীমতি মাখনমতী দেবী, শ্রীমতি কুমুদিনী বসু ও শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রমুখ।

চৌধুরী শামসুর রহমান তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র'[২৫] প্রবন্ধে বলেছেন ঃ 'আনুমানিক ১৯২৪ খৃস্টাব্দে' 'আন্নেসা' প্রকাশিত হয় এবং 'পত্রিকাখানার মাত্র তিন-চার সংখ্যা বেরিয়েছিল।' এ তথ্য যে সম্পূর্ণ ভুল তা আগের আলোচনা থেকেই বোধগম্য হবে। 'আন্নেসা' সম্ভবত দু'বছর প্রকাশিত হয়েছিল।[২৬]

৩. মোসলেম জগৎ

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সিদ্দিকী সাহেবের তৃতীয় প্রচেষ্টা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। 'সাধনা'কে তিনি সাপ্তাহিকীতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন এবং সে ইচ্ছা পুরণ করলেন সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' প্রকাশ করে।

'জাতীয় জাগরণের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র' হিসাবে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের ১৬ই শ্রাবণ, বুধবার (১৫ই আগস্ট, ১৯২২) ২৯/এ, এ্যান্টনী বাগান লেন, কলকাতা থেকে এবং কমলা ওয়ার্কস, ৩নং কালী-মিত্র ঘাট স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত হয়ে। 'মোসলেম জগৎ' সপ্তাহের প্রতি বুধবার প্রকাশিত হত।

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরিশ্রমে এ পত্রিকা প্রকাশ করেন। অবশ্যি ইতিপূর্বে ১৩২৬ সালের বৈশাখে আন্দর-কিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে তিনি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সাধনা' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। 'সাধনা' পর পর চার বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল।[২৭] 'সাধনা' প্রকাশিত হওয়ার দু' বৎসর পর ১৩২৮ সালের বৈশাখে (১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলা সম্পাদিত মাসিক 'আন্নেসা' প্রকাশিত হয়। 'আন্নেসা' মুসলিম মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাঙলা সাময়িক পত্র হলেও পত্রিকাটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করতেন জনাব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী। 'আন্নেসা' সম্পাদিকা বেগম সুফিয়া খাতুন জনাব সিদ্দিকীর

প্রথম স্ত্রীর নাম। জনাব এস. আবদুল জব্বার বলেন, 'আন্নেসা' ১৩২৭ বঙ্গাব্দ হইতে দুই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল।[২৮] সাহিত্যিক মানদণ্ডে তেমন উন্নতশ্রেণীর পত্রিকা না হলেও মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রপথিক হিসাবে 'আন্নেসা'র ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।[২৯] মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী 'রক্তকেতু' নামক আরেকটি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে সাপ্তাহিক 'রক্তকেতু'র ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১০ মাস স্থায়ী এবং ৩৬শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৩০]

'মোসলেম জগৎ' সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ছিলেন কর্মী পুরুষ। লেখাপড়া তাঁর তেমন ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন উদ্যোগী, বিচক্ষণ বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী, সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত চকরিয়া থানার শাহ্ ওমরাবাদ গ্রামে ১৩০১ (১৮৭৯ খৃ.) সালের চৈত্র মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫১ সালের ২৬শে মার্চ ইন্তেকাল করেন। 'মোসলেম জগৎ' সহ তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও অজস্র সামাজিক ও বৈষয়িক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। সুদূর চট্টগ্রামের পাড়া-গাঁ থেকে তখনকার দিনে কলকাতা শহরে গিয়ে সাহিত্য ও সাংবাদিকতা কর্ম করে সফলতা অর্জন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। অথচ, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য অক্ষরজ্ঞান বিদ্যা ছাড়া কোন প্রকারের উচ্চশিক্ষা তিনি বিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি।[৩১] কিন্তু আপন আপন প্রচেষ্টা ও অধ্যয়নের ফলে তিনি ইংরেজী, বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় প্রচুর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ জ্ঞানচর্চা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর 'রুস্তম-সোহরাব', বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ', 'যবনবধ কাব্য', 'চিত্তদর্পণ', 'মহা-কোরাণ কাব্য', 'জরিনা', 'উপেন্দ্র-নন্দিনী', 'প্রদীপ', মেহেরুন্নেছা, 'নূর-ন্নেহার' 'চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব' প্রভৃতি কাব্য-উপন্যাস ও ভাষা বিষয়ক গ্রন্থে।

১৯২২ সালে 'মোসলেম জগৎ' যখন প্রকাশিত হয়, তখন 'ধূমকেতু' ব্যতিরেকে উল্লেখযোগ্য মুসলিম-সম্পাদিত সাপ্তাহিক মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত 'সোলতান' নব পর্যায়ে প্রকাশিত হয় ১৯২৩-এ। জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী সম্পাদিত 'সত্যাগ্রহী' প্রকাশিত হয় ১৯২৪-এর ডিসেম্বরে, কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'লাঙল' প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে এবং কমরেড মুজাফফর আহমদ সম্পাদিত 'গণবাণী' প্রকাশিত হয় ১৯২৬-এর আগস্ট মাসে। সুতরাং দেখা যায়

'মোসলেম জগৎ' যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন এ পত্রিকায় কালগত ও মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনাগত ভূমিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। দেশের সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে 'মোসলেম জগৎ'-এর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল ও উদার।

সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' ৪ পৃষ্ঠায় ২৭½"×২০" সাইজে প্রকাশিত হত প্রতি বুধবার। নগদ মূল্য ১৫ পয়সা। সডাক বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং রেজিস্ট্রেশন নং C–1107 প্রথম ও ৪র্থ পৃষ্ঠা প্রায় সম্পূর্ণটাই বিজ্ঞাপনে আকীর্ণ থাকতো। বস্তুতপক্ষে সমুদয় সংবাদ, চিঠিপত্র, সম্পাদকীয় স্তম্ভ প্রভৃতি ৩য় ও ৪র্থ পাতায় সন্নিবেশিত হত। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে 'মোসলেম জগৎ'-এর প্রথম প্রকাশ ঘটলেও ক্রমশ এ সাপ্তাহিকীর অর্থনৈতিক দৃঢ়তা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় বলে জানা যায়। 'মোসলেম জগৎ'-এর প্রকাশ ইতিহাস সম্পর্কে মোহম্মদ আবদুল রশিদ সিদ্দিকীর আপন বক্তব্য শুনা যাক ঃ

"১৩২৯ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে 'মোসলেম জগৎ' প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করিলাম। আমি প্রাণপণে পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে লাগিয়া গেলাম। আমার এই সময়কার পরিশ্রম যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন 'মানুষের পক্ষে এটাও কি সম্ভব ?' বলিতে কি সমস্ত দিনের মধ্যে আমার দশ মিনিটের অবসর নাই। কেননা আমিই সম্পাদক, আমিই প্রুফ রীডার, আমিই বিজ্ঞাপন কেনভাসার, আমিই বিল আদায়কারী, আমিই পত্রিকা মুড়ি, আমিই ডাকঘরে যাই। সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া ছাপাখানায় যাই, তাগাদা দিই, প্রুফ দেখি, ১০টার সময় বাসায় ফিরিয়া আমি আহারাদি করিয়া পত্রিকার জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি ও সংবাদাদি লিখি।" [১২]

মাসিক 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশকালেই জনাব সিদ্দিকী একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করে ছিলেন। 'সাধনা' ১৩২৬ সালে, ১ম বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যায় তিনি যে 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন তাতেই তাঁর এ অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায় ঃ

'সাধনার' গ্রাহকবর্গ অবশ্যই অবগত হইয়াছেন যে আমরা 'সাধনা'কে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতেছি। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনা'য় (১ম বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা) প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কোন গ্রাহকের সাহায্যে আমরা একজনও নতুন গ্রাহক পাই নাই। কাজেই

আষাঢ় হইতে 'সাধনা' সাপ্তাহিক হইতে পারিল না। ভবিষ্যৎ আশাও গ্রাহকবর্গের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিতেছে।"[৩৩]

জনাব আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর এ আশা পূর্ণ হয় অবশ্যি তিন বৎসর পর যখন তিনি সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' প্রকাশ করেন। 'মোসলেম জগৎ' প্রকাশের নেপথ্য-কাহিনী সংগ্রাম ও সাহসে পূর্ণ। কেননা, নিজের অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য আসবাব সামগ্রী অর্ধমূল্যে বিক্রি করে, মাসিক 'সাধনা' পত্রিকার ৩ বৎসরের পুরাতন কপি ওজন দরে বেচে যে টাকা হাতে পান তন্মধ্যে মাত্র ৩টি টাকা সম্বল করে এ পত্রিকা প্রকাশের জন্য তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৩৪] পত্রিকার আর্থিক ভিত্তির জন্য ১৫, কলেজ স্কোয়ারস্থিত মখদুমী লাইব্রেরীর মালিক জনাব মোবারেক আলীর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে তাঁকে পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রদত্ত ২০০শত টাকা তিনি দুই' মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ করবেন, পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে জনাব মোবারেক আলী কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না, পত্রিকার বিক্রয় ও আয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ জনাব আলীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে, পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার সম্পূর্ণ কার্যভার জনাব আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর দায়িত্বে থাকবে, পত্রিকার অফিসগৃহ মখদুমী লাইব্রেরীর মালিকের আবাসগৃহে স্থাপিত হবে, সম্পাদককে কমপক্ষে 'মাসিক অন্ততঃ ২০০ টাকা আয়ের বিজ্ঞাপন' সংগ্রহ করতে হবে। এতদ্ব্যতিরেকে মখদুমী লাইব্রেরীর পূর্ণ দুই কলাম বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।[৩৫] এসব শর্ত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় জনাব আ. র. সিদ্দিকী তাঁর মনের বহুদিনের লালিত বাসনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কত আত্মগ্লানি সহ্য করে সাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি। এর প্রমাণ তাঁর আত্মজীবনীতেই আছেঃ 'মোসলেম জগৎ' প্রেস হইতে বাহির হইলেই সহস্রাধিক কাগজ নগদ বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল। প্রত্যহ চতুর্দিক হইতে উৎসাহপত্র ও প্রশংসা-পত্র পাইতে লাগিলাম। আমি আরও উৎসাহিত হইলাম। দুই মাসের মধ্যে প্রায় এক হাজার বার্ষিক গ্রাহক ও নানা স্থানের এজেন্টগণের আবশ্যকীয় সংখ্যাসহ মোট ২ হাজার করিয়া পত্রিকা মুদ্রিত করিতে হইল। অন্যদিকে নিজের চেষ্টায় ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে মাসিক ৪০০ শত টাকা আয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে পাইলাম। সুতরাং এত অল্প সময়ে এতটা সফলতা কোনও দিন কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। সফলতায় স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিয়া আমি উৎসাহিত হইলাম।"[৩৬]

অবিশ্যি তাঁর এ 'স্বর্গীয় শান্তি' দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মখদুমী লাইব্রেরীর মালিক জনাব মোবারেক আলী দুইশত টাকা প্রদান করে তাঁর সঙ্গে স্বত্বাধিকারীর মতো ব্যবহার করতে থাকেন এবং পরে নানা কোন্দল 'মোসলেম জগৎ' পত্রিকার উপর অশুভ ছায়া ফেলে। 'মোসলেম জগৎ' পত্রিকা যে তৎকালে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং পত্রিকা পরিচালনায় যে জটিলতার দরুণ এর আয়ু স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল তার ইঙ্গিত প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্‌র স্মৃতিকথায় প্রমাণ মেলে ঃ

'আত্মপ্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে মুসলিম জগৎ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। বিবিধ সম্বাদ পরিবেশনে ইহার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। তত্রাচ পত্রিকাখানিকে টিকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। এজন্য একে অন্যকে দায়ী করিতেন।'[২৭]

'মোসলেম জগৎ' প্রথম ৪ মাস অনবচ্ছিন্নভাবে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় বাগজাজার ৩নং কালিমিত্রের ঘাটস্থিত 'কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে প্রকাশিত হতে থাকে এবং চার মাস পর জনাব সিদ্দিকী চট্টগ্রাম যাত্রার প্রাক্কালে 'পত্রিকা পরিচালনের জন্য ময়মনসিংহের আবুল কালাম মুহাম্মদ শামসুদ্দিন (পরবর্তীকালে দৈনিক আজাদ' ও দৈনিক পাকিস্তান'-এর খ্যাতিমান সম্পাদক ও সাহিত্যিক) নামক এক ব্যক্তিকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত [২৮] করেন। জনাব সিদ্দিকী বাড়ী এসেই (১৯২২ এর ৩১শে অক্টোবর) কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পান যে সরকার বিরোধী সম্পাদকীয় লেখার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারীর নামে ওয়ারেন্ট জারী করা হয়েছে। 'সময় থাকিতে সাবধানে বুঝে চল বৃটিশ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ১৫৩-ধারা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়েছে। জনাব সিদ্দিকী চীফ সেক্রেটারীর কাছে তার করে সময় নিয়ে এক মাস পরে কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সরকার-পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মুচলেকা দেওয়া এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিবর্তে বিনাশর্তে অভিযোগ প্রত্যাহার এবং চার হাজার টাকা এককালীন সাহায্য হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়।[২৯] কিন্তু, সিদ্দিকীর ভাষায় ঃ 'আমি বলিলাম নিজের আত্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি একলক্ষ টাকা পাইলেও নিজেকে ভাসাইয়া দিতে পারিব না। প্রায় ১ ঘন্টাকাল কথাবার্তার পর আমি আমার শেষ অভিমত জানাইলাম যে আমি নিম্নলিখিত রূপ একখানা

পত্র দিব, তাহাতে গভর্নমেন্ট যদি আমাকে মুক্তি দেন ত ভালই, নতুবা গভর্নমেন্ট যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।' পত্র এইরূপ ঃ

'আমি রাজদ্রোহী নহি। রাজদ্রোহ প্রচার করাও আমার লক্ষ্য নহে। এ পর্যন্ত রাজদ্রোহমূলক কোন প্রবন্ধও আমি প্রকাশ করি নাই। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আসিতে পারে না।'[৪০] গভর্নমেন্টের কাছে লিখিত এ পত্র পেঁছার পূর্বেই ১৯২২ খৃস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টার সময় 'মোসলেম জগৎ' সম্পাদক জনাব আবদুর রশিদ সিদ্দিকী গ্রেফতার হন।[৪১] পঁচিশ দিন কারারুদ্ধ থাকার পর জনাব সিদ্দিকী ১৮ই জানুয়ারী ১৯২৩-এ মুক্তি লাভ করেন। জনাব খান মুহম্মদ মইনুদ্দিন লিখেছেন ঃ 'এ সময় সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আবুল কালাম শামসদ্দিন। আমিও এই পত্রিকার সাথে কিছুটা জড়িত। এর সম্পাদক মওলভী আবদুর রশিদ সিদ্দিকী তখন ধরা পড়ে হাজত বাস করছেন।[৪২] তিনি আরো লিখেছেন-সিদ্দিকী সাহেব জেল থেকে বেরিয়ে তাঁকে পেয়ে নাকি 'আরামের নিশ্বাস ছাড়লেন।[৪৩] অথচ জনাব আবদুর রশিদ সিদ্দিকী তাঁর আত্মজবানীতে বলেছেন ঃ অন্য রকম–কারাগার থেকে মুক্তির পর তিনি ভাবলেন—'..যেখানে স্বাধীনতা নাই, আজীবনই আমি তাহার পাশ মাড়াইতে চাই না। স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে যখন শাসন প্রতিবন্ধকতা আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে তখন সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করার প্রতি আমার একটা ঘৃণা জন্মিয়া গেল। ইংরাজ দেশে অনাচার-অত্যাচারের অভিনয় করিয়া যাইবে, আর আমরা সম্ভ্রান্তের দল কাপুরুষের ন্যায় অনুমোদন করিব–অতবড় নীচতা আমার ধাতেই নাই। অন্যদিকে স্বাধীন মতের সংবাদপত্র না হইলে দেশবাসীর নিকটও দারুণ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য লাভ করিতে হইবে, সুতরাং আত্মরক্ষা করিয়া কাগজকে পূর্বের ন্যায় মতের পরিপোষকই রাখিতে হইবে। অনেক অনুশীলন ও অনুধাবনের পর স্থির করিলাম পত্রিকার প্রকাশনা সম্পাদক স্তম্ভে একজন সাধারণ লোকের নাম দিয়া আমিই পরোক্ষভাবে কাজ চালাইব। কারাবরণ করিতে হয় সেই করিবে, তজ্জন্য তাহাকে একটা বৃত্তি দিব, যাহাতে তাহার পরিবার নির্বিঘ্নে চলিতে পারে। অধিক বিলম্ব হইল না। ১৮/১৭ বৎসর বয়সের খাঁ মহাম্মদ মঈনদ্দিন (পরবর্তীকালে প্রখ্যাত কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন) নামক জনৈক ঢাকার যুবক আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাহাকে মোসলেম জগতের সম্পাদক ও প্রকাশক বলিয়া ডিক্লারেশন নিলাম।[৪৪] ১৯২৩

সালের ফাল্গুন মাসে খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে সম্পাদক ও প্রকাশক নিযুক্ত করে জনাব সিদ্দিকী চট্টগ্রাম গেলে খান মোঃ মঈনুদ্দীন 'রাজদ্রোহ' প্রচারের জন্য' গ্রেপ্তার হন। জনাব খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন নিজেও লিখেছেন—"১৯২৩ সালে ১৩ই মে। রাত্রি ন'টা 'মোসলেম জগতে' বিদ্রোহ শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য আমার ছয় মাস জেল হয়েছে।[৪৫] জনাব মঈনুদ্দীন কারান্তরীণ হলে 'মোসলেম জগৎ' ২য় বর্ষের ৩১শ সংখ্যা থেকে সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন-এর নাম মুদ্রিত হয় এবং তিনি ২৯ আপার সার্কুলার রোড, মোহাম্মদী প্রেস থেকে এ পত্রিকা মুদ্রিত করেন এবং ২১/১ এ্যান্তনী বাগান লেন, কলকাতা থেকে তা প্রকাশ করেন।

তা হলে এটা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' এর সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে জনাব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী, জনাব খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন ও জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন পরিশেষে কার্য সম্পাদন করেছেন। কিন্তু ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' গ্রন্থে জনাব আবুল ফজলের 'সাধনা ঃ একটি সাহিত্য মাসিকী' প্রবন্ধের (মাহে নও ঃ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৬৭) বরাত দিয়ে 'মুসলিম জগত (সাপ্তাহিক) সম্পাদক ঃ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৬] ডঃ মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম তাঁর 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থের 'পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' অংশে 'মোসলেম জগৎ'-এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ 'মুসলিম জগৎ ঃ সাপ্তাহিক পত্র। ১৯২২ খৃস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বৎসর দু'য়েক চালু ছিল। সরকার বিরোধী এবং মুসলিম জাগরণ প্রয়াসী। রাজরোষে পড়ে সম্পাদক কারারুদ্ধ হন। সম্পাদক আবদুর রশীদ সিদ্দিকী।[৪৭] পূর্বের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন করা যায় যে ডঃ আনিসুজ্জামান এবং ডঃ মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম পরিবেশিত 'মোসলেম জগৎ' সম্পর্কিত তথ্যাদি খণ্ডিত ও ভ্রান্ত। এমনকি তাঁরা এ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকৃত নামটাই সঠিকভাবে উল্লেখ করেন নি। মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন কর্তৃক সম্পাদিত এ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের নাম 'মোসলেম জগৎ'—'মুসলিম জগৎ' নয়।

চৌধুরী শামসুর রহমান মুসলমান সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকার অতীত-স্মৃতির গর্ভে অবলুপ্তির কথা স্মরণ করে বলেছেন—'আমাদের

পুরানো পত্র-পত্রিকাগুলো প্রায় সবই আজ অবলুপ্ত। কিন্তু যে-সব সংগ্রামী পুরুষের সাধনায় অতীতের একদিন সে সব সাময়িকীর প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছিল, তাঁদের সাধনার আলোকেই আমাদের আগে চলার পথ আলোকিত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।[৩৮]

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা 'মোসলেম জগৎ' পত্রিকাকে অতীতের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করার জন্য এবং পেছনে ফিরে ইতিহাসের আলোর-রশ্মিতে স্নাত হওয়ার জন্য। আমাদের পক্ষে যে কয়টি সংখ্যা 'মোসলেম জগৎ' দেখার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন সম্পাদিত ৩টি সংখ্যা ১ম বর্ষ ঃ ২৮শ সংখ্যা, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩২৯ (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৩); ১ম বর্ষ ঃ ২৭শ সংখ্যা ৯ই ফাল্গুন, ১৩২৯, (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৩) ও ১ম বর্ষ ঃ ২৯শ সংখ্যা ২৩শে ফাল্গুন ১৩২৯ (৭ই মার্চ ১৯২৩) এবং তদ্‌কর্তৃক ৩নং কালী মিত্রের ঘাটস্থিত 'কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে মুদ্রিত এবং ৫-এ কলেজ স্কোয়ার থেকে প্রকাশিত। খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন সম্পাদিত সংখ্যাগুলোতে 'মোসলেম জগৎ' পত্রিকার শিরোনামের ১ লাইনের নীচে 'প্রতিষ্ঠাতা—মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সিদ্দিকীর নাম মুদ্রিত দেখা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৫ পয়সা এবং বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০ আনা। পত্রিকার ১ম বর্ষ ঃ ২৭শ সংখ্যা, বুধবার, জানুয়ারী ১৯২৩ এর ১ম পৃষ্ঠায় মখদুমী লাইব্রেরীর ২টি বড় বিজ্ঞাপন ব্যতীত প্রায় সব পৃষ্ঠা জুড়ে নানাবিধ আয়ুর্বেদ ও দেশজ ঔষধের উত্তেজক বিজ্ঞাপন। ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় স্তম্ভ ছাড়া 'কথা প্রসঙ্গ', 'মুসলিম দুনিয়া', 'ঘরের খবর', 'বৈদেশিকী' ও 'নরম-গরম' ইত্যাদি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়।

'মোসলেম জগতে' একদিকে যেমন 'গো-হত্যা'র পক্ষে হিন্দু-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে আক্রমণাত্মক শ্লেষপূর্ণ সম্পাদকীয় লিখতে দেখা যায়, তেমনি অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মোসলমানের ঐক্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করে মত প্রকাশিত হয়। ৯ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩২৯ সনের ২৭শ সংখ্যার 'মোসলেম জগৎ'-এ 'গো-হত্যা-নায়কের রণসজ্জা' নামক সম্পাদকীয় কলামে লেখা হয়।

"চাঁদপুরের ওলেমা কনফারেন্সে গো-হত্যা বন্ধের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে যে মোসলমান সমাজ কিছুতেই গো-হত্যা বন্ধ করিতে পারিবে না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির গো-হত্যা বন্ধের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইতে হইবে। এই সংবাদে আমাদের প্রবীণ

সহযোগী 'নায়ক' ভয়ানক গোস্বা করিয়া গত ১লা ফাল্গুন তারিখে নিজের বুকে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 'নায়কের অনুতাপ দেখিয়া আমরাও অনুতপ্ত হইয়াছি। ·····গো-হত্যার বিরুদ্ধে কলমবাজী করিতেছেন না বলিয়া সহযোগী অমৃতবাজার'কেও আক্রমণ করিয়াছেন। সহযোগীর এবং প্রকার প্রলাপোক্তিতে দেশের লোক মজিবে কিনা তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সহযোগীর মোসলমান-বিদ্বেষ প্রচার ও হিন্দু মোসলমান একটা মনোবাদ সৃষ্টি করিবার জন্য আকাশবাণী পাইয়াছেন, সেইরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। নানা প্রকার অত্যাচারে দেশ হাহাকার করিতেছে, অন্নবস্ত্রের অভাবে দেশের লোকের জীবনধারণ মুস্কিল হইয়া উঠিয়াছে। আমলাতন্ত্রের কষাঘাতে দেশ সুদ্ধ লোক জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। শাসন ত্রাসনে দমনে দলনে দেশবাসী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে দুই কলম লিখিতে বোধ করি, সহযোগীর দম বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই নতুন ধরনের ন্যাকামী করিয়া বাহবা-লাভের প্রচেষ্টা। দেশের এহেন সঙ্কটময় সময়ে যাহারা গো-হত্যা বন্ধের স্বপ্ন দেখেন, আমরা তাহাদিগকে বাতুল না বলিলেও দেশের শত্রু বলিতে পারি।—বর্তমান মিলন যুগে এইরূপ অবান্তর কথা বাজারে না উঠাই উচিত। হিন্দু ভাইগণ যদি গো-হত্যা বন্ধের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমরা কোন প্রতিবাদ করিব না, কেবল হাসিব। কেননা তিনের সহিত তিন যোগ করিলে যেমন ছয় না হইয়া পাঁচ হইতে পারে না, ভারতবর্ষে মোসলমান থাকিতেও গো-কোরবাণী ছাড়া গো-হত্যা বন্ধ হইতে পারে না।'

এ একই সংখ্যাতে 'কথা-প্রসঙ্গে' কলামে 'নন-কোর শত্রু' শিরোনামে অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মোসলমানের ঐক্যের গভীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে লিখা হয়ঃ

'হিন্দু-মোসলমানে ধর্ম এবং সমাজনীতিতে ভাইয়ের মত মিলিতে না পারিলেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়ের এক প্রাণ এক আত্মা যে হইতেই হইবে, তাহা দেশের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। এই মিলনের কিঞ্চিৎমাত্রও অন্তরায় থাকিলে, কখনও স্বরাজ লাভ সম্ভব নয় বা সে স্বরাজলাভের কোন সার্থকতা নাই, তাহা খুব গভীর-ভাবে চিন্তা না করিয়াও সহজে অনুভব করা যায়।" এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদী, যারা হিন্দু-মোসলমানের বিরোধ জিইয়ে রাখতে চায় তাদের 'মোনাফেক' ও 'পরগাছা' বলে আখ্যায়িত করে পরিশেষে বলা হয়—

'আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি ভারতের মুক্তির দিন অতীব সন্নিকট। ঐসব পরগাছাগুলিকে (যেগুলি গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিতে ব্যস্ত)

ছাটিয়া কাটিয়া অসহযোগকে সত্যিকার যেন অসহযোগ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। যার যার ধর্মে কর্ম্মরত থাকিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাই ভাইকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। পিতা পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে। এই সময়ে বিশেষ মনোযোগ সহকারে কাজ করিলে ভারতের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। ইহা কবির কল্পনা নহে প্রত্যক্ষ সত্য।"

এ সংখ্যার 'কথা প্রসঙ্গে' বিভাগে ধ্বংসোন্মুখ জগৎ ঃ মহাত্মা গান্ধীর শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা 'শিরোনামে' লিখিত অংশে মহাত্মা গান্ধীকে 'ভারতের রাষ্ট্রগুরু' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'মোসলেম দুনিয়া' অংশটি সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ'-এর প্রতিটি সংখ্যাতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ইসলামী জগতের নানা সংবাদে পূর্ণ। উপরিউক্ত সংখ্যাতে গাজী মোস্তফা কামালের সমর্থনে 'ইংরেজ শত্রু' শিরোনামে যে সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশিত হয় তাতে বাংলার মুসলিম সমাজের অকুন্ঠ সমর্থন ঘোষিত হয় তুর্কী জাতি ও কামাল পাশার প্রতি এবং ইংরেজ সরকারকে সচকিত হওয়ার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করে লেখা হয় ঃ

'তুর্কী ও কামালভক্ত কোটি কোটি মুসলমানের ওপর তোমার রাজত্ব, প্রভুত্ব সবকিছু। তুর্কীর সহিত যদি তোমাদের যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে এই অসংখ্য মোসলমান হইতে কোন সাহায্যত পাইবেই না বরং মোসলমানদের নিকট রাজভক্তির পরিবর্তে যে ঘৃণা ও একটানা বিরক্তি লাভ করিবে, তাহা ভারতের খেলাফৎ আন্দোলন যদি না বুঝিয়া থাক, তবে মিশরে যাও।'[৪৭] কৌতূহলের ব্যাপার এই যে মোসলেম জগৎ' এর এ সংখ্যা অংকিত শিল্পী একটি উড়োজাহাজের ছবি মুদ্রিত হয় এবং নানা আরবী শব্দে প্রকীর্ণ এ চিত্রের নীচে লেখা হয় ঃ 'মহানবীর গাজী মোস্তফা কামাল পাশার শৌর্যবীর্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একখানি উড়োজাহাজ উপহার স্বরূপ প্রদান করিবার যে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, উক্ত চিত্রানুরূপ রশীদ প্রদান করিয়া সকলের নিকট অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে।'[৪৭ক]

'মোসলেম জগৎ' এর সংবাদ পরিবেশন ও সম্পাদকীয় মতামত থেকে এটা স্পষ্ট যে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করে মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই ছিল এ পত্রিকার মূলনীতি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ উদারনীতি ও প্রগতিশীলতা, তখনকার দিনে খুব সহজকর্ম ছিল না।

'মোসলেম জগৎ'-এর ১৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩২৯ সালের 'অহিংসা' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় :

'মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুক্তির কথা বলিতে আসিয়া প্রথমেই বলিয়া বসিলেন, অহিংসা আর হিন্দু-মোসলমানে একতা চাই। অনেকে ইহার বিরুদ্ধমত পোষণ করিলেও অধিকাংশই এই মতকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এই দুইটিই যে ভারতবাসীকে স্বরাজ দিবে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না ও থাকা উচিৎ নহে।—তবে অহিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ হইবে, তাহা সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা সত্য। সংগ্রাম ছাড়া কোন স্বাধীনতা লাভ কোন দেশে হয় নাই, ভারতবাসীরও হইবে না। তবে অন্যান্য দেশ স্বাধীনতা লাভ করে রক্তপাত সংগ্রামে, আর ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জন করিতে চায় বিনা রক্তপাতে।

অস্ত্রশস্ত্রে এবং অন্যান্য কারণে, গভর্নমেন্টের শক্তি ভারতবাসী হইতে বেশীর পরিমাণ থাকিলেও, নিরুপদ্রব নীতিতে কখনই ভারতবাসীর সমকক্ষ নহে। ধরিতে গেলে আমাদের শক্তি এই নিরুপদ্রব নীতিতে তাহা অনেক বেশী।'

'মোসলেম জগৎ' এবং এর ভূমিকা ছিল সব সময় ইংরেজ বিরোধী এবং মুসলিম জাগরণের প্রয়াসী, খেলাফত পন্থী। এর প্রতিফলন দেখা যায় 'কথা প্রসঙ্গে' অংশে তুরস্কের সুলতান' শিরোনামে প্রকাশিত এক সংবাদ প্রতিবেদনে : "তুরস্কের ভূতপূর্ব সোলতান ওহিদুদ্দিন জেদ্দায় উপনীত হইয়া ইংরেজদের ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পরের কথায় নাচিয়া পরের দয়ায় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া আজ প্রশংসা না করিবার কারণ যে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু চোখের সামনে যে কতগুলো ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাতে শুধ আমরাই বলি কেন জগৎ দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে যে ইংরেজের সূত্রে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরেজের সঙ্গে চলিয়া ফিরিয়া ; ইংরেজের সঙ্গে ওঠাবসা করিয়া কাহারো বড় একটা সুবিধা হয় নাই। মীর জাফর নবাব সিরাজদৌলার সরলচিত্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজের সঙ্গে মিশিয়াছিল, সম্মান প্রতিপত্তির বদলে পাইয়াছিল কতগুলি ঘৃণা আর লজ্জা। আমরা পরাধীন ভারতবাসী কালা আদমী বিগত মহাযুদ্ধে ইংরেজের কথায় খাটিয়া দিয়াছিলাম বুকের রক্ত, তার প্রতিদানে পাইয়াছি, জালিয়ান ওয়ালাবাগের অমানুষিক অত্যাচার, রাউলাট-আইন, রোগের ওপর ট্যাক্স, এক পয়সার জায়গায় দুই পয়সার টিকিট আরও কত কিছু। আজকাল হেজাজের রাজা হোসেন আমীর ফজলু

মিঞা, সোলতান ওহিদুদ্দিন বড় ইংরেজ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দেখা যাক ফল কতদূর দাঁড়ায়।[৫০]

'মোসলেম জগৎ'-এ আকর্ষণীয় খবর সরবরাহের একটি বিভাগ ছিল 'নরম-গরম'। ছোট সংবাদের সঙ্গে শ্লেষাত্মক মন্তব্যও জুড়ে দেয়া হত। তেমনি একটি ক্ষুদ্র সংবাদ লক্ষ্য করা যাক—

"মাদ্রাজে মোসাম্মাৎ বিবি মার্গারেট ই. কজিন্স নারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন, উকিল মোক্তারই বা বাকী থাকে কেন? ডাক্তার গৌরের চেষ্টায় সে অভাবটাও শীঘ্রই পূরণ হইবে। তবে 'চিকণ' সুরের লেকচারে মক্কেল না ঠকলেই ভাল।[৫১] 'মোসলেম জগৎ'-এ প্রকাশিত দৈনিক 'আনন্দবাজার' পত্রিকা থেকে সংকলিত একটি সংবাদ দেখা যায় খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য ফুরফুরার পীর মরহুম হযরত মৌলানা শাহ মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী প্রচার কার্যে বের হয়েছেন এবং তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে খেলাফত রক্ষার জন্য প্রাণ পণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন 'প্রত্যেকের দৈনিক আয়ের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ খিলাফত ও এঙ্গোরা সাহায্যভাণ্ডারে দিতে হইবে।' তিনি স্বদেশ গ্রহণের উপর খুব বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশী কাপড় ও অন্যানা দ্রব্য ব্যবহার করা এখন আমাদের পক্ষে হারাম। সকলেই আবশ্যক স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিবে।"[৫২]

১৩২৯ সালের ১৬ই ফাল্গুন সংখ্যার 'মোসলেম জগৎ'-এ 'প্রাপ্ত পত্র' অংশে 'জামানা'র ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক মৌলানা আবদুল্লাহেল কাফী ও রংপুর জেলা খেলাফত কমিটির সম্পাদকের বিরুদ্ধে লিখিত একটি কৌতূহলজনক প্রতিবাদপত্র দেখা যায়। এবং উক্ত পত্রলেখক মওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বিরুদ্ধেও পত্রলেখকের অভিযোগ দেখা যায়। 'মোসলেম দুনিয়া' ছাড়াও এ সংখ্যায় 'মোসলেম দুনিয়া'র তারের খবর' নামক আলাদা শিরোনামে বিস্তৃত সংবাদ পরিবেশন লক্ষ্য করার মত।

২৩শে ফাল্গুন, বধবার ১৩২৯, ২৯তম সংখ্যা 'মোসলেম জগৎ'-এর একটি বিজ্ঞাপনে ত্রৈমাসিক 'সাম্যবাদী'র একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় এ ভাবে :

"বাহির হইল !! বাহির হইল !!
সাময়িকপত্র সাম্যবাদী সাময়িকপত্র

সম্পাদক : মৌঃ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (মোহাম্মদীর সহকারী সম্পাদক)। খ্যাতনামা লেখকবৃন্দের প্রবন্ধমালায় সজ্জিত হইয়া প্রথম সংখ্যা (ত্রৈমাসিক রূপে) বাহির হইল। ইসলাম বিরুদ্ধ জাতিভেদের বিলোপ সাধন

ইহার উদ্দেশ্য। চাষা, তাঁতী, কলু, নিকারী প্রভৃতি সকল অজ্ঞাত শ্রেণীর উন্নতিসাধনই ইহার লক্ষ্য।

ম্যানেজার 'সাম্যবাদী'
৭ নং মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড (দোতলায়)
কলিকাতা।"

উল্লেখযোগ্য যে, 'সাম্যবাদী' ১৩২৯ সালের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাম্যবাদী' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হলেও পরে খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন এবং অলি আহাদ এছলামাবাদী এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

২য় বর্ষ ঃ ৪১শ সংখ্যা, বুধবার, ৪ঠা আষাঢ় ১৩৩১ সালের 'মোসলেম জগৎ'-এর সম্পাদক হিসাবে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিনের নাম মুদ্রিত হয়। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে খান মুহাম্মদ মইনুদ্দিন সরকার বিরোধী সম্পাদকীয় লেখার জন্য কারারুদ্ধ হলে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিনের নাম সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে মুদ্রিত হয়। জনাব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী লিখেছেন ঃ 'মাত্র ১০০টি টাকা লইয়া ২৩শে এপ্রিল ১৯২৩ তারিখে 'মোসলেম জগৎ' পত্রিকার সর্ত্তাংশ মোবারেক আলীকে (মখদুমী লাইব্রেরী মালিক) লিখিয়া দিলাম। চুক্তি রহিল পত্রিকার শিরোভাগে প্রতিষ্ঠাতা রূপে আমার নাম থাকিবে। কিন্তু মোবারেক আলী এই চুক্তি এক দিনের জন্যও রক্ষা করে নাই।'[১৩] জনাব সিদ্দিকীর বক্তব্য যে সঠিক তা ২য় বর্ষের ৩১শ সংখ্যক 'মোসলেম জগৎ' দেখলেই বোঝা যায়। এ সংখ্যায় 'প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে জনাব আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর নাম মুদ্রিত হয়নি। এ সংখ্যায় 'মোসলেম-জগৎ'-এর যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয় তাতে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০ এবং ষান্মাষিক ১৷৷০ বলে উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় 'এজেন্ট হইয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিলে শতকরা ২০ টাকা কমিশন দেওয়া হয় বা প্রতি ৫ জন গ্রাহকের জন্য ১ বৎসর বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া হয়। 'মোহাম্মদ সোলেমন খাঁ, অধ্যক্ষ—'মোসলেম জগৎ' ২৯বি, আন্তনী বাগান লেন, কলিকাতা।'

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন সম্পাদিত 'মোসলেম জগৎ' এর সম্পাদকীয়-ভাষা পূর্বের চাইতে গাঢ়বদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় অধিকতর প্রগতিশীল ও পরিমার্জিত বলে মনে হয়। ৪ঠা আষাঢ় ১৩৩১ সাল, বুধবার, ৪১শ সংখ্যক 'মোসলেম জগৎ'-এর 'রাষ্ট্র ও নীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুসলমানদের আত্ম-বিশ্লেষণের আহবান জানিয়ে সম্পাদক লিখেন ঃ

'বাদশাহী হারানোটাই মুসলমানদের জন্য তত বড় দুর্দশা নহে, যে কারণে বাদশাহী গিয়াছে সেই কারণটা যত বড়। মানুষ জুয়া খেলিয়া যে টাকা হারায়, সেই টাকাটাই চরম লোকসান নহে, পরন্তু তার মনের যে অবস্থা হইলে সে জুয়া খেলিতে পারে, সেই মানসিক অবস্থা প্রাপ্তই তার সর্বাপেক্ষা শোচনীয় লোকসান। সুতরাং মুসলমানের রাজত্ব গিয়াছে বলিয়া যাঁরা কারণে অকারণে চক্ষের পানি ফেলিয়া থাকেন, তাঁরা অনুগ্রহ করিয়া একটু ভাবিয়া দেখেন না যে সদ্‌গুণগুলি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় মোসলমানের বাদশাহী গেল, সেই সদ্‌গুণ রাশিই বড় না যে বাদশাহী থাকা সত্বেও হৃত গুণরাশি ফিরিয়া আসিল না, সেই বাদশাহীই বড় ?

বস্তুত একটা জাতির রাষ্ট্রীয় অধঃপতন তত শোচনীয় নহে, যত শোচনীয় তার নৈতিক অধঃপতন। কারণ সোজা কথায় নৈতিক অধঃপতন না ঘটিলে রাষ্ট্রনৈতিক অধঃপতন ঘটিতে পারে না।

"মোসলমানদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নাই।"

'মোসলেম জগৎ'-এর উপরিউক্ত সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চীন ভ্রমণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হয় 'চীনে রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে। সংবাদ (প্রতিবেদন)-এ লেখা হয় ঃ

'সেদিন হাংচোতে ছাত্রদিগের একটি বিরাট সভায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কবিবর বলিয়াছেন যে, সব জাতির মধ্যেই একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদাদি আদান-প্রদানের উন্নত ব্যবস্থায় আমরা আজ পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছি। একদল লোকই সমাজ নহে, মানুষের প্রতি যদি মানুষের প্রকৃত মমত্ববোধ জাগে, তাহা হইলে জগতে আর অনিষ্টের বা অশান্তির আশা থাকে না।'

পিকিনের টিকেনটাই নামক স্থানে কবিবরকে এক সভায় বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করা হইয়াছিল। সভায় প্রায় ৫ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। এই সভায় তিনি 'এসিয়াবাসিগণের একটি সংগঠন ও এসিয়া এসিয়াবাসীদের জন্য' এই নীতি অবলম্বন করিতে বলেন।'[৫৪]

১৩৩১ সালের ৪১শ সংখ্যক 'মোসলেম জগৎ'-এ 'চিঠির তাড়া' (মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) অংশে 'নজরুল ইসলামের বিবাহ' শিরোনামে দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়। একটি দিনাজপুর থেকে জনাব একিনউদ্দিন আহমদ ও অন্যজন কলিকাতা থেকে সৈয়দ তাজম্মুল আলী।

নজরুলের 'হিন্দুনারী' বিবাহ তৎকালে সাধারণ মুসলমান সমাজে খুবই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং এজন্য নজরুলকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

'সাপ্তাহিক' 'ছোলতান' ৮ম বর্ষ ঃ ৪৭শ সংখ্যা, ২৯শে চৈত্র, ১৩৩০, ১১ই এপ্রিল ১৯২৪ এর এ. ডি. কামরুজ্জামান লিখিত 'কবি নজরুল এছলাম' রচনায় নজরুলের 'হিন্দুনারী' গ্রহণকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা না হলেও বক্রদৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং এরূপ বিয়ে যে মুসলমান সমাজের অভিপ্রেত নয় তা ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

'সংবাদপত্র পাঠে জানিতে পারিলাম যে, বাঙ্গালার নবযুগের তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের সহিত জনৈকা বিদূষী সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলার শুভ বিবাহ স্থির হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু মোসলেম প্রীতির অদূরবর্তী উজ্জ্বল ভবিষ্যতই সূচিত হইতেছে।— হিন্দু মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া কাজী সাহেব হিন্দু মোসলেম প্রীতির যত বড় প্রচারকই হোন না কেন, মোসলেম সমাজ তাঁহাকে চায় অন্যভাবে। তিনি বাঙ্গালা কাব্যে এছলামী রূপ দিয়া তাহাতে মোছলমানী প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিবেন, মোছলমান সমাজ কাজীর নিকট তাই চায়'[১৫]

সমকালীন অন্যান্য দৈনিক ও সাময়িক পত্রাদিতে এরূপ বিস্তৃত বিবরণ আরো লিপিবদ্ধ আছে। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে প্রমীলা সেনগুপ্তার বিবাহ হয় ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে সামান্য ক'জনের উপস্থিতিতে কলিকাতার ৬ নম্বর হাজী লেনের এক বাড়ীতে।[১৬] 'মোসলেম জগৎ'-এর উপরি উল্লিখিত সংখ্যায় নজরুলের বিবাহকে সমর্থন করে যে দুটি চিঠি প্রকাশিত হয় তাতে পত্রিকার উদার নীতি ও প্রগতিশীল মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। নজরুলের বিবাহ সম্পর্কিত সমকালীন মুসলিম প্রগতিশীল মানসিকতার কিছু পরিচয় পত্র দুটিতে পাওয়া যায় বলে, নজরুল এর কৌতূহলী পাঠক ও গবেষকদের জ্ঞাতার্থে পত্র দুটি এখানে উদ্ধার করা হলো। প্রথম পত্রের লেখক জনাব একিনউদ্দীন আহমদ লিখেছেন ঃ

'জনাব 'মোসলেম জগৎ' সম্পাদক সাহেব,

আপনার পত্রিকায় কবিবর নজরুল ইসলামের সহিত শ্রীমতি প্রমীলা সুন্দরী সেন গুপ্তার শুভ পরিণয় সম্পাদনের সংবাদ পাঠে যারপরনাই আহলাদিত হইলাম। খোদা তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই পরিণয় শুভ হউক এবং ইহারা এক শিক্ষিত ও বর্ধিষ্ণু বংশের কেন্দ্রস্থল হইয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া বংশ পরম্পরাক্রমে বিরাজ করুক। কবি নজরুল

ইসলাম মুসলমান থাকিয়া হিন্দু কন্যাকে বিবাহ করিলেও আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, শিক্ষিতা হিন্দু কন্যা পবিত্র কোরাণ শরীফে আস্থাবতী এবং খোদা তালার একাত্ম স্বীকারকারিণী বটেন। সুতরাং মুসলমান ধর্মের সারমর্ম তিনি দৃঢ়রূপে স্বীয় জীবনের মূলমন্ত্র করিতেছেন। তজ্জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি। কবি নজরুল ইসলাম মুসলমান থাকিয়া যে এই বিবাহ করিয়াছেন তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

কবি নজরুল ইসলামের জ্বালাময়ী হৃদয় উন্মাদকারী লেখনী দেশের বহু অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে আবার পূর্ণতেজে সঞ্চালিত হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। মুসলমান ও হিন্দু সমাজের ঘোরতর কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার তপোময়ী লেখনী নিঃসৃত কবিতাবলী সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারে। ভরসা করি নজরুল ইসলাম ও তাঁহার সহধর্মিণী বঙ্গদেশের চিন্তার ধারা নূতন দিকে প্রবাহিত করিবেন। বিবাহের দায়িত্বপূর্ণ জীবন ধীর গম্ভীরভাবে স্বদেশ ও সমাজের সেবায় কবি নজরুল ইসলাম ও তাঁহার সহধর্মিণী উৎসর্গ করুন। তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন সুখ, স্বাস্থ্য ও উন্নতির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হউক ইহাই আমার প্রার্থনা।

(আমিন)

একিনউদ্দিন আহমদ

দিনাজপুর।

দ্বিতীয় চিঠি থেকে জানা যায় নজরুলের বিবাহ-ঘটিত আরো কয়েকটি পত্র 'মোসলেম জগৎ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রলেখক সৈয়দ তাজম্মুল আলী 'গোপনে' কবির বিবাহ অনুষ্ঠানে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এ বিয়েতে কোন বিরোধী মত প্রকাশ করেন নি বরং একটু কৌতুক প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

'কাজী নজরুল ইসলামের বিবাহ সম্বন্ধে দু'খানা চিঠিই আপনাদের গত দু' সপ্তাহের মোসলেম জগতে পড়লুম। পড়ে যা আমার মনে ধারণা হয়েছে, তাই লিখছি। যদি মনোনীত হয়, তাহলে আপনাদের পত্রিকায় ছাপালে বাধিত হব। আমার যতদূর জানা আছে, তাতে হিন্দুর সঙ্গে বঙ্গদেশে মুসলমানের বিয়ে এই প্রথম। আমি অবশ্য আধুনিক বঙ্গদেশের কথাই বলছি—পুরাকালে কি হয়েছে না হয়েছে জানিনে। হুগলিতে আর একটা বিয়ে হয়েছিল—বোধহয় সেটা ১৯১৪ সালে হবে, তবে সেটাতে পাত্রী 'ব্রহ্ম' ছিলেন—'হিন্দু' নয়। যাক্ চিঠি দু'খানির মুখ্য উদ্দেশ্য 'সাফাই' গাওয়া এটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। লোকে

কিছু বলুক না বলুক, তার জন্য অস্থির হলে চলবে কেন? জগতে কখনো কোন নতুন কাজ বিনা বাধায়, বিনা নিন্দায় হয়নি। তারপর সাফাই দিতে যেয়ে অপরের নিন্দাবাদও অল্পবিস্তর হয়েছে। নজরুল সম্বন্ধে নিন্দাবাদ সম্পূর্ণ অমূলক বলতে যেয়ে (তিনি যিনিই হউক না কেন) নিন্দা করা মোটেই শোভন নয়। তৃতীয়ত, একপক্ষ হিন্দু হলেও বিবাহ-সভায় শুধু মুসলমানই উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু কেউই ছিলেন না।" বোধ হয় বিয়ে গোপনে দেওয়া হয়েছে; ঐ কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক ছাড়া আর কাউকে জানান হয়নি। নইলে নিশ্চয় দু'চারজন হিন্দু ভদ্রলোকও পাওয়া যেত। আমার অনুমান ঠিক হলে ওরূপভাবে গোপনে বিবাহ না হলেই অধিকতর সুখী হতুম।

এখন নিজের কথা বলি। কাজী সাহেবের দুজন নেতৃস্থানীয়া বলেছেন, 'ভয়ের কোন কারণ নেই, পোলাও সন্দেশ মিলবে।"—তবে কোন্ দিন মিলবে তাঁদের একজনও বলেন নি। এখন আমাদের তারিখ দেখতে হবে। সম্পাদক সাহেবের মারফতে সঠিক খবরটি অচিরে পেলেই সুখী হব।'

'মোসলেম জগৎ' ১৩২৯ সালের ১৩ই শ্রাবণ মাসে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৪ খৃস্টাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চালু ছিল। তাতে দেখা যায় 'মোসলেম জগৎ' দুই বৎসরাধিক প্রকাশিত হয়েছিল।

মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ লিখেছেন: 'মোসলেম জগৎ' যখন আত্ম-প্রকাশ করে তখন দেশের নানাস্থানে ছোটোখাটো আকারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হইতেছিল। উহার প্রভাব হইতে ইহা নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারে নাই। তা'ছাড়া ইহার সম্পাদক আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ও স্বত্বাধি-কারী জনাব মোবারেক আলীকে আমি সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলিয়াই জানি-তাম। ১৯২১-২২ সালে জনাব সিদ্দিকীর সাথে চট্টগ্রামে আমার সর্বপ্রথম পরিচয়।'[৫৭]

প্রকৃতপক্ষে, 'মোসলেম জগৎ'-এ দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সাহিত্য ও ধর্মের কথা, ইসলামী দুনিয়ার গৌরবের কথা প্রচার করলেও অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনের সমর্থক ছিল এবং হিন্দু-মুসলমানের আপন আপন স্বার্থে উভয়ের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিল। 'মোসলেম জগৎ'-এর বিবিধ সম্পাদকীয় স্তম্ভ এবং পরিবেশিত সংবাদসমূহে তার প্রমাণ আছে। সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' ছিল ইংরেজ বিরোধী হিন্দু-মোসলমানের স্ব স্ব ধর্ম বজায় রেখে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমন্বয় ও মিলন পন্থী

সুতরাং এ পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশিত হলেও 'মোসলেম জগৎ' এর মূল অনুসৃত নীতি সাম্প্রদাকিতাপূর্ণ ছিল না;

সাপ্তাহিক মোসলেম জগৎ ইতিমধ্যেই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত মুসলমান সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাসমূহের বিবরণ সম্পর্কিত যে কটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এ পত্রিকার কোন পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়নি। বাংলা মুসলিম সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে যাঁরা নিরন্তর পরিশ্রম ও গবেষণা করে কালের কবল থেকে এগুলো উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, জনাব আবদুল কাদির, চৌধুরী শামসুর রহমান, ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, ডঃ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম, ডঃ মুহম্মদ আবদুল কাইউম, জনাব আতোয়ার রহমান, জনাব শামসুল হক ও জনাব আলমগীর জলীলের নাম উল্লেখযোগ্য। জনাব আবদুল কাদির তাঁর অসাধারণ মনীষা ও প্রজ্ঞায় 'মহাম্মদী আখবার' 'মিহির', মিহির ও সুধাকর', 'হাফেজ', 'প্রচারক' ও 'কোহিনুর' পত্রিকার পরিচয় তাঁর প্রবন্ধমালায় বিধৃত করেছেন। ডঃ আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রে' সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে মুসলিম সাময়িক পত্রিকার ইতি-হাসকে যেভাবে তথ্য ও তত্ত্বে উপস্থাপন করা হয় তা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। সাম্প্রতিককালে ডঃ মুস্তফা নূর-উল ইসলামের 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থে সেই দিগন্ত আরো সাম্প্রসারিত হয়েছে। এ গ্রন্থ আমাদের অতীত ইতিহাসকে উপলব্ধি করার জন্য একটি অপরিহার্য উপকরণ সম্ভার।

উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে যেসব কর্মী পুরুষ তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সাহিত্যপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করে বাংলার মুসলমানদের চিন্তাধারাকে প্রসারিত করেছিলেন তাঁদের অবদান আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। 'এঁদের উদ্যোগ, উদ্যম আর প্রচেষ্টার পরিচয় আরো মূল্যায়ন দরকার। তা নইলে আমাদের সাংবাদিকতা তার সাহিত্যের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের সাহিত্য সাধনার ধারা যতই ক্ষীণ হোক তার মধ্যেও একটা আগাগোড়া যোগসূত্র রয়েছে। আর তা ঐতিহাসিক ক্রম বিবর্তনেরই অংশ। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে আমাদের পূর্বসুরিরা যে চিন্তা ভাবনা করেছেন তার পরিচয় গ্রহণ মূল্যহীন বিবেচিত হওয়ার কোন কারণ নেই। সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকেও এসবের

মূল্য রয়েছে।[৫৯] বস্তুতপক্ষে সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ'-এ আমরা আমাদের সামাজিক ইতিহাসেরই শোণিতপ্রবাহ অনুভব করি।

৪. আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ১৩৩৩ সালে কলকাতা 'নিউ সরস্বতী প্রেস মেছুয়া বাজার স্ট্রীট থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'রক্তকেতু' প্রকাশ করেন।[৬০] পত্রিকাটি যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তা সমসাময়িক পাঠকদের মতামত থেকে জানা যায়।[৬১] 'রক্তকেতু' ঠিক কতদিন প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের জানা নেই। 'রক্তকেতু' ১ম বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা, মাহে আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যায় রক্তকেতু 'অসাময়িক পত্র' বলে বড় বড় অক্ষরে উল্লেখ দেখা যায়। বার্ষিক মূল্য ১ এবং নগদ মূল্য ৴০। 'রক্তকেতু' এ সংখ্যায় 'সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ও মোহাম্মদ আবদুল জব্বার-এর যুগ্ম নাম মুদ্রিত আছে।

চারটি পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও সিদ্দিকী 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' প্রকাশ করেন ১৩৪৫ সালে (১৯৩৮ খৃস্টাব্দ)। 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' সম্বন্ধে নিবেদন' অর্থাৎ এ পঞ্জিকা প্রকাশ করার অভিপ্রায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন—'সববিষয়ে উন্নত ও সুশিক্ষিত প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতাদের তুলনায় বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ যে একান্ত পশ্চাদপদ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় পঞ্জিকা প্রকাশেও মুসলমানের স্থান এদেশে নাই বলিলেই হয়। বাঙ্গলার মুসলমান জাতির এই অভাব দূরীকরণ উদ্দেশ্যে আমরা আজ 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' প্রকাশে ব্রতী হইয়া নূতন উদ্যমে ও নবীন উৎসাহে অনেক অত্যাবশ্যকীয় ঐতিহাসিক ও গাবেষণিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি সত্য, কিন্তু সমাজের কিদৃশ সমাদর পাইতে সক্ষম হইবে বুঝিতে না পারিয়া আমরা কেবল নমুনারূপে অতি সংক্ষেপে বিষয়াদির পরিসমাপ্তি করিয়াছি।'

'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' জুয়েল প্রেস, ৩, মির্জাহাদী লেন, কলিকাতা থেকে ১৩৪৫ সালে মুদ্রিত হয়। 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা'য় ইসলামী মাসপঞ্জী, ইসলাম বিষয়ক জ্ঞাতব্য বিষয় তথ্যাদি, পয়গম্বর ও চার খলীফার জীবনী, কিছু ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং সিদ্দিকীর একটি গল্পও স্থান পেয়েছে এতে। 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' ইসলাম ধর্ম ও আরবী মাস বিষয়ক বাংলা ভাষায় মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পঞ্জিকা।

৪

আবদুর রশিদ সিদ্দিকী মূলত সাংবাদিকতাকে তাঁর কর্মক্ষেত্রের প্রথম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্য চর্চাও অব্যাহত রেখেছিলেন। সিদ্দিকী ৫টি উপন্যাস রচনা করলেও তাঁর রচনা পড়ে মনে হয় তাঁর কবিত্ব প্রতিভাই তুলনামূলকভাবে বেশী শক্তিশালী। তাঁর কবিতায় ধর্মীয় জীবন ও মূল্যবোধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য প্রকৃতিও তাঁর কবিতায় বেশ ছায়া বিস্তার করেছে। কখনো দার্শনিক চিন্তাধারা, কখনো কখনো জীবন-মৃত্যুর ঐহিক ও পারলৌকিক চিন্তাও তাঁর কাব্যভাবনার বিষয়বস্তু হয়েছে। ইসলামের ঐতিহাসিক কাহিনীও তাঁর কাব্য সৃষ্টির পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছে দেখা যায়। এবার আমরা সংক্ষেপে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর পরিচয় বিবৃত করব ঃ

১· রুস্তম-সোহরাব—মহাকবি ফেরদৌসীর অমর মহাকাব্য-শাহ্‌নামার প্রধান চরিত্র হলো রুস্তম আর সোহরাব। পিতা আর পুত্র দু'জনেই বীর। দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যুদ্ধে সোহরাব প্রাণত্যাগ করেন। এ মর্মন্তুদ বিয়োগান্ত কাহিনী যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর সব মানুষকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করেছে। সিদ্দিকী ইতিহাসের সে বিষয়বস্তু নিয়েই রুস্তম-সোহরাব কাব্য রচনা করেন। এ কাব্য-আখ্যায়িকাটির পরিচিতি প্রসঙ্গে আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর জীবনীকার এম আবদুল জব্বার বলেন ঃ '১৩২৪ বঙ্গাব্দে ছিদ্দিক ছাহেব 'রুস্তম-সোহরাব' নামে এক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার এই প্রথম রচনায় ভুল প্রমাদ যে একেবারেই ছিল না এমন নহে। তথাপিও তাঁহার কবিত্ব প্রতিভা বঙ্গ ভাষায় অবাধ অধিকারের—এক সুন্দরতম ছবি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।' গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

২. তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ'। হযরতের জন্ম, মেয়ারাজ, বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা এবং জুম'আ ও ঈদের মূল আরবী খুত্‌বা ও তাহার উর্দু ও পদ্যে বাংলা অনুবাদ ও বাংলা গজলসহ সর্বশ্রেষ্ঠ খাঁটি মৌলুদের পুস্তক। বইটি মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ নং আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম ১ টাকা মাত্র।'[২] ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে মীর মশারফ হোসেন রচিত 'মৌলুদ শরীফ' বাংলা ভাষায় এ জাতীয় প্রথম পুস্তক।

৩. যবন-বধ-কাব্য—আবদুর রশিদ সিদ্দিকী প্রণীত। আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১ম সংস্করণ—For free circulation প্রকাশকাল ১৩৫১ বাংলা। দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫২ সালে প্রকাশিত দাম।/০। 'যবন-বধ-কাব্য' মূলত রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকেই প্রসূত। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ছাড়া কোনদিনও এদেশের 'বিজয়-উষা' আসতে পারে না, স্বাধীনতা আসতে পারে না, এ কাব্যের মূল ভাববস্তু হলো তাই। কাব্যে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার সুন্দর। হিন্দু মুসলমানের বিরোধে নয়, বরং মিলিতভাবে সংগ্রাম করলে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হবে তিনি মনে করেছেন, তাই অনৈক্য নয়, বরং।

অনৈক্যের সেই রুদ্ধ কপাট ভাঙ্গিয়া খোল্ মিলন দোর।
সত্যিকারের স্বাধীন ভারত তার ফলে মিলন তোর।

এবং সেজন্য দরকার কোন আক্রোশ বা হঠকারিতা নয়, বিদ্বেষ নয়, দাঙ্গা নয়। ওসব ত্যাগ করতে হবে আগে, তবেই স্বাধীনতার বিজয় প্রভাত আসবে ঃ

ওসব কেবল হঠকারিতা, আয় দু'জনে মিলাও হাত
বিজয় দিনের উষা ফুটুক, যাউক সে দুঃখের আঁধার রাত।

এসব কবিতা পংক্তিতে সিদ্দিকীর উদার মনোভাব ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভঙ্গি ফুটে উঠেছে।[৬২]

৪. চিত্তদর্পণ—কবির চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। 'চিত্তদর্পণ' সম্ভবত মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি। আমি জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আবুল ফজল হাজারীর সৌজন্যে এ কাব্যগ্রন্থে যে পাণ্ডুলিপি দেখেছি তাতে 'চিত্তদর্পণ' আবদুর রশিদ সিদ্দিকী প্রণীত ১৩৪৪, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মূল্য ৵০ লেখা আছে। 'চিত্তদর্পণ' নামক এ ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থে মহত্ব ও সত্যের সন্ধানে তাঁর প্রাণ যে আকুল হয়েছে তার পরিচয় মেলে ঃ

সত্য পথের সত্তা চেয়ে নিত্য আকুল চিত্ত মোর
বিত্ত নিয়ে মত্ত জীবন তত্ত্বহারা ধূর্ত চোর ;
সন্ধানের এই তীব্র পিয়াস সপ্ত সাগর মন্থনে
দেখতে চাহি সত্তা তারি চিত্তের এই দর্পণে।

শুধু তাই নয়, সমস্ত প্রকৃতি ও বিশ্ব জগতে স্রষ্টার যে ছবি তিনি দেখতে পেয়েছেন তাতে একজন ভক্ত সূফীর ও প্রেমিক-হৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে :

আকাশে যে ভাষা ফুটিয়া রয়েছে, তারকা যে কথা কহিছে
জোনাকি যে আশা ধরিয়া জ্বলিছে, পবন যে আশে বহিছে
তারকার ভাষা যদিও কঠিন
জোনাকির আশা যদিও মলিন
তোমার মনের কামনা বাসনা ফুটিয়া তাহাতে রয়েছে
তোমার প্রিয়ার রূপ, ছবি, জ্যোতি তাদের আলোতে ফুটেছে।

'চিত্ত দর্পণে'র কবিতাবলী সম্পর্কে এম. আবদুল জব্বার বলেন—'ইহাতে তাঁহার কবিত্ব শক্তির সহিত ভাব, রস ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছে।'

৫. কবির পরবর্তী কাব্য গ্রন্থ 'চিন্তার ফুল'। ১০০টি ভাবময় গীতি কবিতার সংকলন। মখদুমী লাইব্রেরী, ৫/এ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত, দাম ।০।[৬৪]

৬. কাব্য রচনা ব্যতীত সিদ্দিকী পবিত্র কুরআনের আমপারা খণ্ডের কাব্যানুবাদ করেছেন 'মহাকোরান কাব্য'[৬৫] নামে। সম্ভবত বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম আমপারার কাব্যানুবাদ করেন। কবি গোলাম মোস্তফাও আমপারার কিছু কিছু সূরার ভাবানুবাদ করেছেন। তাঁর সূরা ফাতিহার অনুবাদ বহুল পঠিত। সে তুলনায় সিদ্দিকীর সূরা ফাতিহার ভাবানুবাদ কোন অংশে খারাপ নয়—

'অনন্ত মহিমা, জ্বলন্ত গরিমা রয়েছে দিগন্তে ভরিয়া
হে বিশ্ব রাজন, হে নিঃস্ব শরণ, হে প্রেম পুণ্যের দরিয়া ;
অন্তিম দিনের তুমি বিচারক প্রেমের আধার মঙ্গলকারক
দাও হে শকতি, এ দাসেরে প্রভু, রয়েছি চরণে লুটিয়া।
সহজ সরল সঠিক পন্থা দেখাও এ দাসে বিপদ হন্তা
চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রেমিকে নিয়েছ তরিয়া।[৬৬]

৭. 'কলির বাঙ্গলা' নামে সিদ্দিকীর আরো একটি 'ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতার সংকলন' আছে বলে জানা যায়।[৬৫] সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যঙ্গাত্মক ছোট ছোট কবিতার সংকলন এটি। এ ছাড়া

তিনি তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'পাকিস্তান বিজয় কাব্য' (১৩৫৫) নামক আরেকটি কাব্যপুস্তিকা রচনা করেন।

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও এম. আবদুল জব্বার কৃত তাঁর জীবনী পাঠ করে জানা যায় সিদ্দিকী ৫টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন ঃ

১. জরিনা (সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস)[৬৭]
২. উপেন্দ্র নন্দিনী (সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস)[৬৮]
৩. প্রণয়-প্রদীপ[৬৯]
৪. মেহেরুন্নেছা (ঐতিহাসিক উপন্যাস)[৭০]
৫. নূরন্নেহার (ঐতিহাসিক উপন্যাস)[৭১]

উপন্যাস যেহেতু সমাজ ও জীবনের ব্যাপ্ত উপলব্ধি ও চেতনার চিত্র সেজন্য ঔপন্যাসিকের দরকার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, গভীর জীবনবোধ ও চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা। সিদ্দিকীর উপন্যাসগুলোতে এ তীক্ষ্ণতা ও জীবনের জটিলতা এবং ব্যাপ্তি নেই। তাঁর উপন্যাসের প্রধান ধারা রোমান্টিকতা। প্রেম, প্রেমে বিঘ্ন এবং একজন প্রতিনায়কের ভূমিকা, তারপর নানা সামাজিক দুরভিসন্ধি, পরিশেষে নায়ক-নায়িকার মিলন, সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় মোটামুটি এ ফর্মুলায় তাঁর উপন্যাসগুলো রচিত। চরিত্র সৃষ্টিতে তেমন কোন মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বা জটিল পরিস্থিতি দেখা যায় না। বরং উপন্যাসগুলো চরিত্রের দ্বন্দ্ব বা জটিলতার চাইতে ঘটনা প্রধান। তাঁর উপন্যাসের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের এবং আঙ্গিক ও কলাকৌশলে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসের 'উপেন্দ্র নন্দিনী' নাম ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায় নন্দিনীর' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জরিনা'র কাহিনী অতি নাটকীয় হলেও বর্ণনা, আকস্মিক দৈব ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ও চরিত্র চিত্রণে সহজেই মোজাম্মেল হকের 'জোহরা' উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'জরিনা'র কাহিনী অতি নাটকীয় হলেও বর্ণনা সুন্দর। 'জরিনা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আহমদ রহমান ও জরিনার সঙ্গে প্রণয়কে কেন্দ্র করেই ঘটনার প্রবাহ ও মোড় পরিবর্তিত হয়েছে। এ উপন্যাসে জরিনার প্রতিদ্বন্দ্বী আমেনার চরিত্র অঙ্কনে সিদ্দিকীর দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটি ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়েছে। এ উপন্যাস রচনা সম্পর্কে উপন্যাসের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন—'বাস্তব ঘটনার সহিত উপন্যাসের সম্পর্ক অতি সামান্য।

উপন্যাসকার কল্পনারাজ্যে আপনার মনকে ছাড়িয়া এক অভিনব জিনিস গঠন করিয়া তোলেন, কোন ঘটনা বিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকেন না; কিন্তু 'জরিনা' উপন্যাস হইলেও ইহা একেবারে ভিত্তিহীন নহে।[৭১] অবশ্য এ উপন্যাসের বাস্তবতা সম্পর্কে সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লিখেছেন—'কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে স্থান ও নাম পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করিয়া 'জরিনা' লিখিত হইয়াছে।[৭৩] যে সময় 'জরিনা' লিখিত হয়েছে সে সময়কার মুসলমান ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনার অন্তিম পরিণতি নীতি উপদেশের মধ্যে শেষ হচ্ছে। 'জরিনা'য়ও তাই হয়েছে। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি তাই লিখেছেন: 'জরিনা ও আহমদের অনুকরণে চরিত্র গঠন করিবার প্রয়াস পাইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।'[৭৪] সিদ্দিকীর অন্যান্য উপন্যাস এখন দুর্লভ। 'প্রণয় প্রদীপ' উপন্যাস 'সাধনা' ২য় বর্ষ: ১ম সংখ্যা হতে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা তাঁর 'জরিনা' উপন্যাস থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি সিদ্দিকীর রচনার সঙ্গে পরিচিতি লাভের জন্যে:

'বালিকা আকুল-প্রাণে এই প্রকার চিন্তা করিতেছে, সই লতিকা আসিয়া অনেকক্ষণ হইতেই তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার এই উদাসীনতা ও চিন্তাক্লিষ্ট ছবিখানি সম্বন্ধে নানা প্রকার ভাবিতেছিল। আজ প্রাণে কোন নূতন কল্পনা, অভিনব আশার উদ্রেক হইয়াছে; অনেকক্ষণ পরেও দেখিল জরিনার মোহ ভাঙ্গিল না। আজ হাসির সঙ্গে বিষাদ, লহরে ভাবের বিকাশ, হাসির ঢেউয়ে চিন্তার প্রবাহ, হাসির সৌন্দর্যে আশার প্রহেলিকা। লতিফা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল:

: কি জরিনা! আজ তোমায় বড় চিন্তিত দেখছি, হয়েছে কি?

জরিনা উত্তর করিল—'কই বোন চিন্তা কিসের? চিন্তা নাই। তবে একা হলেই ভাবনা আসে।

লতিফা বলিল—কাকে ভাবছ?

জরিনা বলিল 'না, উপহাসের কথা নয়। বাস্তবিক আজ এক নতুন জিনিস দেখলুম। ঠিক দুপুর বেলায় আমি উদ্যানে বসে একটি ফুলহার গাঁথছিলুম, এমন সময় হঠাৎ এক যুবক গিয়ে উপস্থিত। আমি তাঁকে দেখেই লজ্জায় জড়সড় হয়ে চলে আসি। তাঁকে দেখেই যেন কোন আত্মীয়-স্বজন বলে ধারণা হলো। তাঁর উদ্যান প্রবেশের কারণ ভাবছি।'

লতিফা বাধা দিয়া বলিল—'বাঃ আত্মীয় ভেবে ফেলেছ। আর কিছু ভাবলে ঠিক হতো।'

জরিনা বলিল—'আর কি ভাববো?'

লতিফা বলিল—'পতি।'

জরিনা বলিল—'ছি ছি, তোমার মুখে চাই . ।'[৭৫]

কাব্য রচনা ও উপন্যাস সিদ্দিকীর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও চট্টগ্রামী ভাষা ও তার উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কিত সিদ্দিকীর বই তিনটিও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও গতি-প্রকৃতি জানবার ব্যাপারে আমাদের অনেকাংশে সাহায্য করবে। আলোচ্য পুস্তকগুলোতে তাঁর প্রভূত পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও আবদুর রশিদ সিদ্দিকী প্রথম চট্টগ্রামী ভাষার ব্যাকরণ রীতি ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের 'চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য ভেদ (ভাষাতত্ত্ব)' সিদ্দিকীর 'চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব'[৭৬] প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশিত হয় এবং ডঃ হক তাঁর গ্রন্থে সিদ্দিকীর বইয়ের উল্লেখও করেছেন। 'চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব' রচনার পূর্বে 'চট্টগ্রামের ভাষাতত্ত্ব'[৭৭] 'চাট্টগ্রাম ও বোমাইতত্ত্ব[৭৮] নামে তিনি আরো দুখানি ক্ষুদ্র তথ্যভিত্তিক বই লিখিয়াছিলেন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে।

৫

আধুনিক শিল্প ও সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর কাব্য ও সাহিত্য কর্মের চুলচেরা বিচার ও বিশ্লেষণ করলে হয়ত আমাদের নিরাশ হতে হবে। কিন্তু যে যুগ ও পরিবেশে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি এক মহৎ পথে এগিয়ে এসেছিলেন সে কথা সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। আমরা এ দেশের অতীত ও বৃটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণে অগ্রগামী হলেও এদেশের অনেক সাহিত্যকর্মী ও সমাজকর্মীর অবদান এখনো সঠিক মূল্যায়ন বা উন্মোচন করতে পারেনি। জনাব আবুল ফজল তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে লিখেছেন ঃ এঁদের উদ্যোগ উদ্যম আর প্রচেষ্টার পরিচয়

আর মূল্যায়ন দরকার। তা নইলে আমাদের সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের সাহিত্য সাধনার ধারা যতই ক্ষীণ হোক তার মধ্যেও আগাগোড়া একটা যোগসূত্র রয়েছে। আর তা ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনেরই অংশ। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে আমাদের পূর্বসূরিরা যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন তার পরিচয় গ্রহণ মূল্যহীন বিবেচিত হওয়ার কোন কারণ নেই। সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকেও এসবের মূল রয়েছে।

পাদটীকা

১. মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী বিভিন্ন মুদ্রিত পুস্তকে তাঁর নামের বিভিন্ন ধরনের বানান লিখেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি যে বানান ব্যবহার করেছেন আমরা তাই অনুসরণ করেছি।

২ মসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ঃ ভূমিকা, পৃঃ ২৭ ঃ ডঃ আনিসুজ্জামান।

৩. মুসলিম মানব ও বাংলা সাহিত্য ঃ পৃঃ ১৩২ ঃ ডঃ আনিসুজ্জামান।

৪. চট্টগ্রামেও এ চাঞ্চল্য কেমনভাবে জেগেছিল তার পরিচয় মিলে আবুল ফজলের স্মৃতিকথায় ঃ '১৯২২-এ শুরু হলো বলকান যুদ্ধ, যার ফলে তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ হয়ে গেল ভাগ-বাটোয়ারা। হাতে থাকলো শুধু কনস্টান্টিনোপল। আমি তখনো বাবার সঙ্গে আন্দরকিল্লায়—তাঁর সঙ্গে পাঁচবেলা মসজিদে যাওয়া আসা করি। দেখি জোহর ও আসরের শেষে মসজিদের প্রশস্ত বারান্দায় প্রায় দিনই জেলার মুসলমান নেতারা সমবেত হন। সবারই মুখ গম্ভীর, উদ্বিগ্ন, কেউ কেউ ক্ষুব্ধ। গরম গরম বক্তৃতা হয়, তোলা হয় চাঁদা আর পাঠান হয় তুরস্কে।' রেখাপত্র ঃ আবুল ফজল। বইঘর ঃ চট্টগ্রাম।

৫. সাধনা—একটা সাহিত্য মাসিকী ঃ আবল ফজল। 'মাহেনও ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭।

৬. আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ঃ চৌধুরী মোহাম্মদ আবুল ফজল হাজারী ঃ 'প্রবাল' ঃ ১৯৬৬।

৭. মওলভি মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী সাহেবের সংক্ষিপ্ত কর্মময় জীবন—এম. আবদুল জব্বার সম্পাদিত, ১৯৪৫, পৃ. ১।

৮. ঐ

৯. সাধনা—একটা সাহিত্য মাসিকী ঃ আবুল ফজল ঃ প্রাগুক্ত।

১০. ম. মু. আ. র ছিদ্দিকীর কর্ম্মময় জীবন—এম. আবদুল জব্বার সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।

১১. ঐ

১২. ঐ

১৩. প্রবাল ঃ ১৯৬৬

১৪. মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ঃ ডঃ আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, প্রঃ প্রকাশ ১৯৬৯, পৃ. ২৪।

১৫. ডঃ মুস্তফা নূর-উল ইসলাম তাঁর 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থে মৌলবী ফরিদুদ্দীন খাঁ বলে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রঃ প্রকাশ ঃ ১৯৭৭, পৃ. ৪২৭।

১৬. 'সংবাদপত্র জীবন ও জনমত' ডঃ মু. নু. ইসলাম, ঐ পৃ. ৪২৮।

১৭. ঐ পৃ. ৪২৯।

১৮. ঐ পৃ. ৪৩৩।

১৯. মাসিক 'আন্নেসা'র ১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যার 'কৈফিয়ৎ' দ্রষ্টব্য।

'সাধনা' ৩য় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় দেখা যায় 'জেনারেল ম্যানেজার এম, আবদুল গফুর, সাধনা কার্যালয় ৫ কলুটোলা লেন, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার, ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থে Bengal Library Catalogue of Books এর বিবরণ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে ভুল আছে। 'সাধনা' ১৩২৮, শ্রাবণ ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা হতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় এবং 'সাধনা' সম্পাদক হিসেবে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর নাম কখনো একত্রে মুদ্রিত হয়নি এবং সাধনা ২য় বর্ষে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়নি।

২০. কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ৮৪ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী' ১ম খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়' অংশে 'রণভেরী' কবিতাটির অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'তে ছাপা হয়েছিল" বলে উল্লেখ থাকলেও কখন প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে, রণভেরী' 'সাধনা'র ৩য় বর্ষ আশ্বিন ১৩২৮ ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, অপরদিকে 'ধূমকেতু'র ১ম সংখ্যাই প্রকাশিত হয় ১৩২৯-এর ২৩শে শ্রাবণ। অবশ্যি, 'বাংলা একাডেমী' থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ তারিখে প্রকাশিত জনাব আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী' ও ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে 'আনোয়ার' ও 'রণভেরী' কবিতাদ্বয় এবং সংযোজন অংশে 'আজান', সাধনা' পত্রিকায় কোন বর্ষ কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ আছে।

নজরুলের 'আনোয়ার কবিতাটিও প্রথম 'সাধনা'র ৩য় বর্ষ, কার্তিক ১৩২৮, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২১. সাধনা—একটি সাহিত্য মাসিকী ঃ প্রাগুক্ত।
২২. মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ঃ ডঃ আনিসুজ্জামান।
২৩. ঐ „ „
২৪. মওলভি আবদুর রশিদ সিদ্দিকী সাহেবের সংক্ষিপ্ত কর্মময় জীবন—প্রাগুক্ত।
২৫. মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র ঃ পাকিস্তান পাবলিকেশনস্ ঢাকা, ১৯৬৬।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ঃ তাঁর সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-কর্ম ঃ শফিউল আলম ঃ বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা ঃ বৈশাখ আষাঢ় ১৩৮৩, পৃ. ৬০।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।
৩০. মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর অপ্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবনী' পৃ ৩৮১।
৩১. ক, মোঃ আঃ র, সিদ্দিকী ঃ তাঁর সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্ম বা, এ, গ, পত্রিকা ঃ বৈশাখ আষাঢ় ১৩৮৩, পৃ. ৫৭।
খ. তৎকালীন বাংলার সাময়িক পত্রিকার মুসলমান সম্পাদকদের সাধারণ বিদ্যা ও চরিত্র পরিচয় দিতে গিয়ে ডঃ মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন ঃ 'এ সকল পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি? সংগঠনে ছিলেন কারা? প্রধানত এঁরা মৌলভী-মওলানা মুন্সি শ্রেণীর ব্যক্তি—মক্তব মাদ্রাসায় আরবী ফার্সী-উর্দুর পরিমণ্ডলে এঁদের মনের পরিপুষ্টি। ওদিকে গ্রাম বাংলার সাথে এঁদের ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। উদ্যোক্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্ত। নিজেদের সামান্য সঙ্গতি, সাধারণের নিকট থেকে দান সংগ্রহ আর পত্রিকার বিক্রয় মুল্যের উপর নির্ভর করে দুঃসাধ্য প্রয়াসে ব্রতী হন।'
সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত ঃ পৃ. ১২।
৩২. মোঃ আ. র. সিদ্দিকীর অপ্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৫৫।
৩৩. 'সাধনা' ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় 'কৈফিয়ৎ' দ্রষ্টব্য।
৩৪. মোঃ আ. র. সিদ্দিকীর অঃ 'স, আ, জীবনী'। পৃ. ২৫২।
৩৫. „ „ „ পৃ. ২৫৫।
৩৬. „ „ „ পৃ. ২৬২।

৩৭. 'যুগ-বিচিত্র' ঃ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ, 'মওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার ঢাকা, ১ম সং।
৩৮. মোঃ আ. র. সিদ্দিকী আঃ 'স, আ, জীবনী'। পৃ. ২৬৪।
৩৯. " " " পৃ. ২৬৭।
৪০. " " " পৃ. ২৬৯।
৪১. " " " পৃ. ২৬৯।
৪২. 'যুগস্রষ্টা নজরুল' ঃ খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন।
৪৩. পূর্বোক্ত।
৪৪. মোঃ আ. র. সিদ্দিকীর আঃ 'স. আ, জীবনী' পৃ. ২৭৬।
৪৫. 'যুগস্রষ্টা নজরুল' ঃ খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন।
৪৬. 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' ঃ ডঃ আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১ম সং, পৃ. ৫৫৯।
৪৭. সা, জী, ও জনমত ঃ ডঃ মুস্তফা নূরউল ইসলাম, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪৪০।
৪৮. 'মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র' ঃ চৌধুরী শামসুর রহমান ঃ 'পাকিস্তান পাবলিকেশান্স', ১ম সং এপ্রিল ১৯৬৬, পৃ. ১৫।
৪৯. 'মোসলেম জগৎ' ঃ ৯ই ফাল্গুন, ১৩২৯, বুধবার, ২৭শ সংখ্যা।
৫০ ঐ।
৫১. " ঃ ১৬ই ফাল্গুন, ১৩২৯, বুধবার, ২৮শ সংখ্যা।
৫২. " ঃ ঐ
৫৩. " ঃ ঐ
৫৪. মোঃ আ. র. অ 'সং আঃ জীবনী পৃ. ২৮৭।
৫৫. 'মোসলেম জগৎ' ঃ ১৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩২৯, ২৮শ সংখ্যা।
৫৬. 'সা, পত্রে, জীবন ও জনমত ঃ ডঃ মুস্তফা নূর-উল ইসলাম ঃ পৃ. ৩৭৫।
৫৭. 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' ঃ কমরেড মুজফফর আহমদ, 'মক্তধারা' প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ ১৯৭৩, পৃ. ২৭৭।
৫৮. 'যুগ-বিচিত্রা' মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ঃ 'মাওলা ব্রাদার্স', বাংলাবাজার, ঢাকা, ১ম সংস্করণ।
৫৯. 'সাধনা—একটি সাহিত্য মাসিক' ঃ আবুল ফজল ঃ 'মাহে-নও' ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭, ঢাকা।

৬০. (ক) ম. মো. আ. র. সি. কঃ জীবন—পৃ. ১৩৪০ নয়, প্রকাশকাল ১৩৩৩।

(খ) মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র—চৌধুরী শামসুর রহমান পৃ. ১৫৪।

৬১. খুলনার দৌলতপুর থেকে জনৈক ডাঃ কাছেম ৯।৯।২৯ তারিখে আবদুর রশিদ সিদ্দিকীকে এক চিঠিতে লেখেন—'জনাব সিদ্দিকী সাহেব, জানিলাম আপনার 'রক্তকেতু' পত্রিকায় 'পাগলের প্রলাপ' শীর্ষক প্রবন্ধ আপনি নিজেই লিখিয়া থাকেন।' কাগজখানি পাইয়া প্রথমেই আমি 'পাগলের প্রলাপ' পড়ি। আপনার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন লিখক পাইয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।' –আ, সি, ক, জীবন পৃ. ৭।

৬২. 'সাধনা' ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১৩২৬-এ এ এ' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. 'মহাকোরান কাব্য,ঃ প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩ (১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। প্রকাশকঃ মাশুক আহমদ সিদ্দিকী, চকরিয়া চট্টগ্রাম। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে 'কাজী নজরুল ইসলামের 'কাব্যে আমপারা' (১৩৪০, ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর) কোরান শরীফের ৩০ অধ্যায়ের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।—(নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ডঃ আবদুল কাদির সম্পাদিত। গ্রন্থ পরিচয়—পৃ. ৭০০।) সিদ্দিকীকৃত 'সূরা ফাতেহার' অনুবাদে কবি রজনীকান্ত, সেনের কবিতার প্রভাব লক্ষযোগ্য।

৬৫. প্রাগুক্ত।

৬৬. জরিনাঃ (সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস) সেলাম আহমদ কোম্পানী কর্তৃক ১৩০৮/৩ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। 'জরিনা' সিদ্দিকী সম্পাদিত মাসিক 'সাধনা' ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ১৩৩২। পরে সপ্তম সংস্করণ (?) (মুদ্রিত পুস্তকেই তাই লেখা)। তাজমহল বুক ডিপো, ১১-সি ম্যাকলিয়ড স্ট্রিট, কলকাতা—১৬ থেকে কামরুদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালে। দাম ২ টাকা মাত্র।

৬৭. 'প্রণয় প্রদীপ, 'সাধনা' ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩২ বৈশাখ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও সম্ভবত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

৬৮. উপেন্দ্র-নন্দিনী ঃ মোহাম্মদ ছোলেমান খাঁ কর্তৃক মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ নং আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। 'সাধনা' ১ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা. ১৩২৬-এর বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৬৯. মেহের্ন্নেছা—মখদুমী লাইব্রেরী ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম ১।০।

৭০. নূরুন্নেহার—ঐ

৭১. ভূমিকা ঃ জরিনা—মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী, ৭ম সংস্করণ, ১৩৩৬।

৭২. ভূমিকা ঃ জরিনা—তাজমহল বুক ডিপো, ১১-সি ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

৭৩. ভূমিকা—ঐ।

৭৪. জরিনা, পৃ. ২১ (৭ম সংস্করণ) প্রাগুক্ত।

৭৫. চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব (ব্যাকরণ সম্বলিত) এম. আবদুর রশিদ সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত। রচনাকাল ১৩৪২, (ভূমিকা ।৵ দ্রষ্টব্য) হলেও প্রকাশকাল ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। সেভয় প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত, মূল্য ৷৷০। প্রাপ্তিস্থান ঃ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

৭৬. চট্টগ্রামের ভাষাতত্ত্ব (ব্যাকরণ সহ)—'ওছমানিয়া লাইব্রেরী ১১নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০। (সিদ্দিকী সম্পাদিত 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' ১৯৩৮-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৬৮। এবং ভূমিকা ঃ চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব, পৃ. ।৵০।

৭৭. চাটিগ্রামী ও বোমাইতত্ত্ব—প্রকাশক ঃ ওছমানিয়া লাইব্রেরী, ১১ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, দাম ৷৷০। 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা', প্রকাশিত বিজ্ঞাপন, পৃ. ১৬৮।

৭৮. সাধনা -একটি সাহিত্য মাসিকী ঃ আবুল ফজল। প্রাগুক্ত।

আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

১. সমাজ চিন্তা (পদ্য)
২. মহাভুল সংশোধনী (সমাজ-সংস্কারমূলক পদ্য)
৩. 'গন্ধর্ব্ব দুহিতা' (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
৪. হজরত আমীর হামজার জীবনী (গদ্য)
৫. উষাতারা
৬. মহাযুদ্ধ ও ভারতবাসী
৭. মুক্তার ছড়া (পদ্য ও গদ্য)
৮. প্রেমকুঞ্জ
৯ হিন্দু মোসলমান (ধর্ম্ম সম্পর্কে তর্ক)
সিদ্দিকী কর্তৃক ৯, ৩, ১৯১৮ তারিখে প্রচারিত 'চট্টগ্রাম গ্রন্থ সাহায্য সমিতির অভিমত ও প্রার্থনা' শীর্ষক বিজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য আহরিত হয়েছে।
১০. আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর আত্মজীবনীমূলক 'সংক্ষিপ্ত জীবনী' ৫৭৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। (গ্রন্থটি সিদ্দিকী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাশুক আহমদ সিদ্দিকীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

ইফাবা—৮৭-৮৮—প্র/৫৬৮২—৩২৫০—১৩.৬.১৩৯৪/৩০.৯.১৯৮৭